NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রাষ্ট্রীয় শক্তির দমনপীড়নের শিকার চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা!

'আন্ডারকভার এজেন্টদের' সন্ধানে আইএসআই-য়ের ভরসা ছিল জ্যোতি ৭

কলকাতা ২১ মে ২০২৫ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.5.2025, Vol.18, Issue No. 338 8 Pages, Price 3.00

উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই মুহূর্তে তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিঙ্গা জানান, আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ছাব্বিশের ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন দুপুরে হঠাৎই বিজেপির একঝাঁক নেতাকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করতে দেখা যায়। ওই দলে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিঙ্গা, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মণ, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা-সহ একঝাঁক পদ্ম নেতা। এতেই জল্পনা তৈরি হয়। এবিষয়ে সাংসদ মনোজ টিঙ্গাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি পুরো বিষয়টি খুলে বলেন।

২০১৬ সালে ভোট প্রচারে শেষবার আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী আসার খবর পৌঁছতেই বিজেপি নেতাদের মধ্যে জোর তৎপরতা দেখা গিয়েছে। মনোজ টিঙ্গা বলেন, 'এতদিন পর প্রধানমন্ত্রী আসার খবরে দলের নেতাদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বুথ স্তরের কর্মীদের কাছ অবধি এই খবর পৌঁছয়নি।'

মনোজ টিঙ্গা বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর সেনাকে সম্মান জানাতে আগামী ২৯ মে উত্তরবঙ্গে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সে জন্যই আমরা মাঠ দেখতে এসেছিলাম। কোন জায়গায় মঞ্চ করা যায় সেই সব খতিয়ে দেখা হয়েছে।' মনোজ জানান, অপারেশন সিঁদুর অভিযানের পর দেশের একাধিক জায়গায় জনসভা করছেন প্রধানমন্ত্রী।

১২ দিন পর 'বিটিং রিট্রিট'

নয়াদিল্লি, ২০ মে: ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার ইঙ্গিত। ১২ দিন পর আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে আয়োজিত হল ঐতিহ্যবাহী বিটিং রিট্রিট। অপারেশন সিঁদুরের প্রথম পর্বে ভারতীয় সেনা পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা চালিয়ে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই আট্টারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিটিং রিট্রিট বন্ধ ছিল। ১২ দিন পর সেটা ফের চালু হল। তবে একাধিক বিধিনিষেধ-সহ।

পদোন্নতি পাক সেনাপ্রধানের

ইসলামাবাদ, ২০ মে: জেনারেল আসিম মুনিকে ফিল্ড মার্শাল পদে উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিল প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার থেকেই তা কার্যকর হয়েছে। প্রয়াত আয়ুব খানের পর দ্বিতীয় জন মুনির 'পাঁচ তারা জেনারেল' পদ পেলেন।

উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ধারাপাত

বকেয়া টাকার হিসেব তুলে কেন্দ্রকে তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বকেয়া আর্থিক অনুদান নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমি ম্যাজিশিয়ান নই যে, উপর থেকে টাকা পড়বে।' একইসঙ্গে বিজেপিকে দাঙ্গা ও বিভাজনের রাজনীতির জন্য কটাক্ষ করলেন। পাল্টা প্রশ্ন তুললেন বিরোধীরা-এত প্রতিশ্রুতি দিয়েও আদতে উত্তরবঙ্গবাসীর হাতে কী তুলে দেওয়া হল?

মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্প উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া। চার বছর ধরে আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা পাঠায়নি কেন্দ্র। তার মধ্যেও রাজ্যের কোষাগারের টাকা খরচ করে প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছি। আমি কোনও জাদুকর নই। আকাশ থেকে টাকা পড়ে না, টাকা আসতে হয় কেন্দ্র থেকে।'

তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, 'এটা তো গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমা নয়!' এরপরই বার্তা দেন, 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে শিখুন। আমাকে গালাগাল দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে অপমান করবেন না। বাংলাকে অসম্মান করবেন না।'

এদিন ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই। যারা দাঙ্গা করে, তারা দাঙ্গা নিয়েই জন্মায়। তারা মানুষের ভালো চায় না। দাঙ্গা হলে ঘর জ্বলবে, মানুষ মরবে, আর রাজনীতির লোকেরা রাজনীতি করবে।' তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে টেনে আনেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নাম। বলেন, 'বাংলার ঘরে ঘরে বিজয় পতাকা উঠুক, শান্তির পতাকা উঠুক।'

সোমবার শিলিগুড়িতে বাণিজ্য সম্মেলনের পর বিরোধীদের প্রশ্ন, সম্মেলন তো হল, বিনিয়োগ কত? মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, 'আপনি কে, যে আপনাকে বলব? শুধু ডেউচা পাঁচামিতে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, জানেন?' কর ব্যবস্থার বৈষম্য নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেন, 'জিএসটি চালু করে রাজ্যের পাওনা দেয় না। অথচ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর আদায় করে। এটা চলতে পারে না।'

মমতা জানান, 'আজ থেকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ১২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যাবে।' প্রথম কিস্তি গিয়েছিল গত ডিসেম্বরে। এ বছর ডিসেম্বরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যাবে প্রথম কিস্তি, আর পরের বছরের মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তি;ঠিক ভোটের পরেই। তিনি দাবি করেন, 'সরকারের পরিষেবা আজ দু'লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে।' সেই সঙ্গে বহু রাস্তা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজের উদ্বোধন এবং শিলান্যাসও হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ঠিক মাঝেই উত্তরবঙ্গের মধু চা-বাগানে তালা পড়েছে, কাজ হারিয়েছেন ৪৫০ জন শ্রমিক। বিষয়টি ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে মালবাজারে। মুখ্যমন্ত্রীর বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এটা মাছ ছাড়া মাছের ঝোল! বিনিয়োগ কই? শিল্পতালুক এখন গোচারণভূমি। শিল্পপতিরা আসেন, তৃণমূলের নেতাদের দাদাগিরিতে পালিয়ে যান।'

তিনি আরও বলেন, 'মানুষ এসে আমায় বলেন, পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য চাই। যদিও বিজেপির বিধায়ক হিসেবে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু বাস্তবটা এটাই-উত্তরবঙ্গ অবহেলিত। তাই এই দাবি উঠছে।'

মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গবাসীর সামনে বকেয়া, প্রকল্প আর শান্তির কথা তুলে ধরেছেন। বিজেপি থেকে সদ্য তৃণমূলে আসা জন বার্লাও ছিলেন মঞ্চে। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন-এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের বাইরেও কি সত্যিই কিছু পেল উত্তরবঙ্গ? নাকি সবটাই 'ভবিষ্যতের কথা'?

শঙ্কর ঘোষের ভাষায়, 'হাতে কিছু নেই, শুধু কাগজে কলমে প্রতিশ্রুতি!'

ইউসুফের নাম কেটে অভিষেক

কালীঘাটের পরিবারতন্ত্রের নতুন উদাহরণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের সন্ত্রাস এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা বিশ্বকে জানাতে বহুদলীয় সংসদীয় দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে সেই প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। অবশেষে সেই বরফ গলল। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দু'জনের মধ্যে বেশ খানিক ক্ষণ কথা হয়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসদীয় দলে তৃণমূলের তরফে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের নাম প্রস্তাব করেন মমতাই। দলকে না-জানিয়ে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে সংসদীয় দলে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে রাখায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। দলের দুই সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কেন্দ্র বা পক্ষান্তরে শাসকদল বিজেপি ঠিক করতে পারে না তৃণমূলের তরফে কে যাবেন। তা দলই ঠিক করবে। মমতা এবং অভিষেক সোমবার এ-ও স্পষ্ট করেছিলেন, কেন্দ্র যদি অনুরোধ করে, তা হলে তৃণমূল নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করবে। সেই সূত্রেই ওই দল থেকে পাঠানের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল রবিবার।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বৈশ্বিক কূটনৈতিক উদ্যোগে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হচ্ছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছেন। দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে, অভিষেকের যুক্ত হওয়া বিশ্বাস ও স্পষ্টতার প্রতীক।

দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়কে সামনে এনে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বলেন, মাদার সংগঠনকে না জানিয়ে কী করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল! সেক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তরফে কোনও নতুন নামের প্রস্তাবনা করা হয়নি। তারই মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ওই তালিকাভুক্ত করার কথা তৃণমূল জানালেও, গোটা বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন বলেই জানা যাচ্ছে।

শহরে ৩ দিন বন্ধ থাকতে পারে বাস চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ মে বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির একাংশ। একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া নিয়ে শহরের রাস্তায় বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। মঙ্গলবার পরিবহণ দপ্তরের তরফে সেই বিষয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। তবে এবারের বৈঠকও নিষ্ফলা। ফলে ধর্মঘট হচ্ছেই। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বৈঠকে বসেছিল পুলিশও। বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। এর আগেও বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তবে সেই বৈঠক নিষ্ফলা হয়। পরিবহন দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন বাস এবং মিনিবাস সংগঠনের মালিকদের আবেদন করেছিলেন, ধর্মঘট করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি না বাড়ানোর জন্য। কিন্তু পাল্টা সংগঠনের মালিকরা জানান, তাঁরা পথে বসছেন। পুলিশের জুলুমবাজি কোনওভাবেই কমছে না বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। বারবার বৈঠকে বলা হলেও প্রশাসন কোনও কিছু করছে না। ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসগুলি বসিয়ে দেওয়া নিয়ে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করছে না বলেও দাবি তাঁদের। ফলে তারা অথৈ জলে পড়েছেন। এই অবস্থায় ধর্মঘট করতেই হবে বলে সাফ জানান বাস মালিকরা।

এবারের এই ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে পাঁচটি বাস সংগঠন। রয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেট (পশ্চিমবঙ্গ), বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, মিনিবাস অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশন।

যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কে শুভেন্দুর নিদান

'এগারো কোটির রাজ্যে এখন একজনই অযোগ্য'

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি দুর্নীতি বিতর্কের উত্তাপে যখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, ঠিক সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় 'তিরঙ্গা যাত্রা'-য় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।

শুভেন্দুর বক্তব্য, 'রাজ্যে শিক্ষা পর্ষদ বলে কিছু নেই। এখানে না আছে কোনও নিয়ম, না কোনও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি। একজনকে বাতিল করলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশে একটা সুযোগ আছে। একজনকে বাতিল ঘোষণা করুন। সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর যোগ্য-অযোগ্য বাছতে হবে না। এগারো কোটি বাংলায় একটাই অযোগ্য, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

একইসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের একটি বড় হাসপাতালে পর্যন্ত কোনও নিউরোলজিস্ট নেই। রোগীদের চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি এইমস বা কালচিনিতে যেতে হচ্ছে। এটাই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা।'

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। ইউসুফ পাঠানের বদলে অভিষেক কেন, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'আমি তো ওই দলটাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলি। আগে আমি ওই দলে ছিলাম, দেখেছি। ওখানে একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট।'

চাকরি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ 'সুপার নিউমেরিক' পদে সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ কার্যত বহাল রাখার পরদিনই বিরোধী নেতার এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

ব্যারাকপুরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নজরদারি করে গিয়েছে জ্যোতি

বিস্ফোরক দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিরিয়ানি খেতে কলকাতার পাশাপাশি শহরতলিতেও ঢুঁ মেরেছিল পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ধৃত হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। পার্ক সার্কাসের আরসালান ছাড়াও ব্যারাকপুরের বিখ্যাত দাদা-বৌদির বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানি খেতে এসেছিলেন জ্যোতি মালহোত্রা। ইতিমধ্যেই ইউটিউবারের একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। জ্যোতিকে বিরিয়ানির দোকানগুলিতে নিয়েছিলেন বাংলার ইউটিউবার সৌমিত ভট্টাচার্য। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়ার লিলুয়ার ইউটিউবার মোহিতের বিয়েতেও এসেছিল পাক গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত জ্যোতি। প্রসঙ্গত, দেশের সবচেয়ে পুরনো সেনা ক্যান্টনমেন্ট এই ব্যারাকপুরে। তাছাড়া ব্যারাকপুরে রয়েছে এয়ারফোর্স স্টেশন। কাছেপিঠে পলতা 'হ্যাল' থেকে শুরু করে ইছাপুর রাইফেল এবং মেটাল কারখানা। যদিও পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা ধরা পড়তেই নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, ব্যারাকপুরে বিরিয়ানি খেতে আসা জ্যোতি মালহোত্রার একটা বাহানা ছিল। বিরিয়ানি খাওয়ার আড়ালে ব্যারাকপুর আর্মি ক্যান্টনমেন্ট, এয়ার বেস, হ্যাল-সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল।

প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, ব্যারাকপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সেন্টারগুলো নজরদারি করে গিয়েছে ওই মহিলা ইউটিউবারের সঙ্গে আসা লোকজন। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি জানান, 'আজ থেকে সাত-আট বছর আগে ব্যারাকপুর আর্মি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত একটি মাজার থেকে দু'জনকে পাক গুপ্তচর সন্দেহে পাকড়াও করেছিল সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ইউনিট।' প্রসঙ্গত, টিটাগড় পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বহুতলের আবাসনের চিলেকোঠায় সোমবার সাতসকালে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় পুলিশ স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ রিয়াজউদ্দিন ওরফে আরমান মন্ডল-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডলকে নিশানা করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, আরমান মণ্ডল-সহ ব্যারাকপুরের আরেক কাউন্সিলর নৌসদ আলম এঁরা স্লিপার সেলের কাজ করে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে এদেশে আগতদের ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ড ও রেশন কার্ড বানিয়ে দেয়। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান অথবা পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা কাউন্সিলারদের 'রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট' নিয়ে ভিন দেশ থেকে আসা লোকজন বিভিন্ন নথি বানিয়ে নিচ্ছেন। তাই দেশের নিরাপত্তার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা কাউন্সিলারদের এই অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত। পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা কাউন্সিলারদের এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি চিঠিও পাঠাবেন।

৩ দিনের জন্য কাশ্মীর সফরে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল

নয়াদিল্লি, ২০ মে: পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর কেটে গিয়েছে তিন সপ্তাহ। এখন কেমন আছে কাশ্মীর ও সেখানকার মানুষ, তা জানতে কাশ্মীরে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, সর্বভারতীয় তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল শ্রীনগর, পুঞ্জ এবং রাজৌরি সফরে যাচ্ছে। ওই বিবৃতিতেই জানানো হয়েছে, তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক'ও ব্রায়েনের নেতৃত্বে, সাংসদ নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতা ঠাকুর এবং রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন। তাঁরা ২১ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত ওই অঞ্চলে থাকবেন, সীমান্তপারে আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলির সঙ্গে শোক ভাগ করে নেবেন। ওই জঙ্গি হামলার পরেই কাশ্মীরের পর্যটনে ব্যাপক ধস নেমেছে। সেখানকার পর্যটনশিল্প তো বটেই, প্রভাব পড়েছে জনজীবনেও। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানে 'অপারেশন সিঁদুর' চালানোর পর উপত্যকার পরিস্থিতি বর্তমানে থমথমে। এ হেন পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীর এলাকার মানুষ কেমন আছেন, তা জানতেই তৃণমূলের প্রতিনিধিদল সেখানে যাবে। তৃণমূল সূত্রে খবর, তিন দিনের এই কাশ্মীর সফর থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। আপাতত নিজেদের সফর নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি। কারণ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী দলের সর্বস্তরের নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রকাশ্যে যেন কেউ কোনও বিবৃতি না দেন। তাই এ ক্ষেত্রেও ওই প্রতিনিধিদলের কোনও সদস্য প্রকাশ্যে মন্তব্যে নারাজ। যদিও, হামলা হয়েছিল কাশ্মীর উপত্যকায়, কিন্তু তৃণমূলের এই প্রতিনিধিদল যাবে জম্মু ও কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গাতেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 16/05/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 26 নং এফিডেভিট বলে Sourav Kumar Sinha S/o. Arun Kumar Sinha ও Sourav Kr. Sinha S/o. Lt. Arun Kr. Sinha, Late Arun Kumar Sinha, Arun Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 28/04/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 2344 নং এফিডেভিট বলে আমি Joy Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা A. N. Roy ও Amarendra Nath Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6656 নং এফিডেভিট বলে Ashim Kumar Maity S/o. Debnarayan Maity ও Asim Maiti S/o. D. Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6655 নং এফিডেভিট বলে Sekh Rustam Ali S/o. Sekh Abdul Khalil ও Rustam Ali S/o. Khalil Ali, Abdul Khalil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/05/2025 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে A/71 নং এফিডেভিট বলে আমি SANJU LOHAR D/O- BUDDHADEB LOHAR নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র AYESHA BEGUM নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম -পদবী

গত 20/05/2025, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 858 নং এফিডেভিট বলে আমি Muinul Haque Mondal (old name) S/o. Mojammel Haque Mondal R/o. Ranagarh, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Moinul Haque Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Muinul Haque Mondal & Moinul Haque Mondal S/o. Mojammel Haque Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Habijur Rahaman Mondal.

নাম -পদবী

গত 27/01/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 309 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Khabir Mallick S/o. Late Abdul Majid Mallick, Abdul Khabir Mallik S/o. Late Abdul Majid Mallik সাং পশ্চিম মল্লিকপুর, দলপতিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ ও Khabir Mallick S/o. Late Abdul Majid সাং মল্লিকপুর, বাহিরখণ্ড, হুগলী-৭১২৪০৫, সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6664 নং এফিডেভিট বলে আমি Samaresh Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kuber Das ও Lt. K. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

L.I.C. এর 427281542 পলিসিতে আমার ডাকনাম মাজেস আলী পিতা-মৃত্যু বিশ্বাস লিখা ৭.৫.২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি মুজাম্মেল বিশ্বাস পিতা বুধু বিশ্বাস নামে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

গত 21/01/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 08 নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Beldar S/o. Paltu Beldar ও Dilip Kr. Beldar S/o. R. R. Beldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6657 নং এফিডেভিট বলে Surendra Prasad Shaw S/o. Hiralal Shaw ও Surendra Shaw S/o. H. L. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6665 নং এফিডেভিট বলে Somnath Mukhopadhyay S/o. Shyamaprasad Mukhopadhyay ও Somnath Mukherjee S/o. S. P. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6662 নং এফিডেভিট বলে Dev Kumar Ghosh S/o. Gopi Nath Ghosh ও Deb Kumar Ghosh S/o. G. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6663 নং এফিডেভিট বলে Debashish Saha S/o. Madan Mohan Saha ও Debasis Saha S/o. M. M. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 20 নং এফিডেভিট বলে Tapas Das S/o. Jnanranjan Das ও Tapas Das S/o. Ganranjan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/05/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6661 নং এফিডেভিট বলে Jaideb Manna S/o. Ramprasad Manna ও Joydeb Manna S/o. Lt. R. Pd. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 25/04/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3230 নং এফিডেভিট বলে Rajbeshar Sahani ও Rajbeshar Devi Sahani W/o. Late Bindeshwari Sahani সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 08/05/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 43 নং এফিডেভিট বলে Shobha Debi Rajbhar W/o. Late Matru Rajbhar ও Sova Devi W/o. Lt. Matroo Rajbhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 17/05/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3927 নং এফিডেভিট বলে আমি Anirban Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashim Kumar Chatterjee, Asim Kumar Chatterjee ও A. Kr. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Govind Munshi, S/o, Late Radhe Shyam Munshi, residing at Swapnalok Apartment, 20, Salkia School Road, Howrah-711106 do hereby solemnly affirm and declare that my minor child shall be called YASH VARDHAN MUNSHI in place and stead of NAITIK MUNSHI in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealings, and transactions, private as well as upon all occasions by an affidavit affirmed before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 2838 dated 15th May 2025. That my minor child's new name is Yash Vardhan Munshi. Naitik Munshi and Yash Vardhan Munshi both are same and identical Person.

CHANGE OF NAME

I Saumitra Kumar Ghosh son of Sanjib Kumar Ghosh, residing at Vill - Madhyam Para, P.o.-Gairkata, Dist - Jalpaiguri, West Bengal vide an affidavit being No. 3502 dated 17th May, 2025 affirmed before the Ld. Judicial Magistrate at Calcutta, hereby declare that **"SAUMITRAKUMAR GHOSH" and MANIK GHOSH** is the same and one identical person.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অশোক কুমার রায়, তাপস কুমার রায় উভয়ের পিতা - ব্রজেন্দ্র নাথ আদক ও আশাক মনি আদক পিতা - দিলীপ আদক উভয়ে একত্রে জে.এল. নং - ৭ বাঁটিকা মৌজায় ১/৫/২৩ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৯০৩ নং আমমোক্তার বলে সেখ রফিবুল কে উক্ত মৌজায় ২৩২৪, ২৩২৫, ২৩২৬ খতিয়ান হইতে হাল ২০৫০ দাগে ৩.৫ শতক জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

অশোক কুমার রায়
পাণ্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি হর প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, পিতা - পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায় ও ঝর্না বন্দোপাধ্যায়, স্বামী - রাম প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় উভয়ে একত্রে জে.এল. নং - ২০ বৈঁচী মৌজায় ২৭/৬/৯১ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৫ নং আমমোক্তার বলে গোলাম মহনদীনকে উক্ত মৌজায় ৩১৭৬ খতিয়ান হইতে হাল ১০৪৩৩ ও ১০৪৩৭ দাগে জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি হইতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

হর প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়
পাণ্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল রঞ্জন কুমার রায় পিতা সরিফন রায় সাং আমিনাগঞ্জ, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ, ৬২৮০/১৮ A.D.S.R Br দলিল বরাবর Power of Atony শীতল হাজরা, পিতা মৃত মন্মথ হাজরা সাং ২৪/১২০/৩ J.C Rd, পো:- খাগড়া, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ Power ৩১৭/১৬ উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। থানা বহরমপুর মৌজা সৈদাবাদ ১০০, খতিয়ান ১৩৭৪৬, দাগ ১৮৩, পরিমাণ .০২২ একর।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল টুম্পা মন্ডল,স্বা: রামকৃষ্ণ মন্ডল, সাং- ভাকুর পাড়া, ভাকুড়ি, 4653/11.06.2020 A.D.S.R. Berhampore, দলিল মোতাবেক ও চেন দলিল 2430/2011, 7388/2000, 3891/1994 Power of Attorney holder জনার্দন রায়, পিতা- মৃত জগৎ চন্দ্র রায় Power no.183/1994 উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। থানা- বহরমপুর, মৌজা চালতিয়া- ৮১, খ:নং 704, দাগ নং 556/3907, পরিমাণ 0.0২৮ একর।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শিবাজী মন্ডল পিতা সর্বেশ্বর মন্ডল সাং হঠাৎ কলোনি, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ১০৮৭৬/২২ ও ৬৩৬৪/১৮ দলিল বরাবর Power of Atony অসীম চন্দ্র দেওয়ানজী ১৮০৯২/১৯ নং Power মূলে বিক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তি পক্ষে বিপক্ষে আপত্তি থাকলে ১৮ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। JL -১০৪, খতিয়ান নং ৯০০, দাগ নং ২২৩, পরিমাণ .০২৪২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী লক্ষী সাধুখাঁ ওরফে লক্ষীরানী সাধুখাঁ, পিতা-স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ, (স্বামী-স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র সাধুখাঁ) সাং ও পোঃ- নসিবপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ইনার পক্ষ হইতে বিগত ইংরাজী ১২.০৬.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুর রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে রেজিঃ কৃ ৮৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী মালতী সাধুখাঁ, পিতা-স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র সাধুখাঁ, (স্বামী-স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র সাধুখাঁ) সাং ও পোঃ- নসিবপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী মহাশয়াকে জে.এল.-৯০, নসিবপুর মৌজায় হাল ১৫০৮, ১৫৪৮, ১৬৬৭ নং দাগে যাহার হাল খতিয়ান ৪৫০ নং অন্দরে ০৭ শতক বাস্তু, ১৪ শতক বাঁশবাগান ও জে.এল.- ৪৩, আটিসাড়া মৌজায় হাল ৩৫৩৮, ৩১০৪ নং দাগে যাহার হাল খতিয়ান ৫৫৫ ও ১৬০৫/২ নং অন্দরে ১৪ শতক শুনা, ১৮ শতক কলাবাগান, জমির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে অদ্য হইতে ১(এক) মাসের মধ্যে মাননীয় এ.ডি.এস.আর. অথবা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত
এ্যাডভোকেট
F/4432/3625/2021

বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার দাতা:- (১) শ্রীমতী মালতী ভট্টাচার্য্য স্বামী শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, সাং-দমদম, কলকাতা-৭০০০৫৫ (২) শ্রীমতী যমুনা মিত্র স্বামী শ্রী অনুপ মিত্র, সাং-ইন্দপুর, বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৩৬ (৩) শ্রীমতী গঙ্গা চক্রবর্তী স্বামী শ্রী সুপ্রিয় চক্রবর্তী, সাং-ঋগড়াপুর, ছাতনা, বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৪৭. পাওয়ার গ্রহীতা- শ্রী প্রশান্ত পাল পিতা-শ্রী বিশ্বনাথ পাল, সাকিম- বারমুগরা, রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া কোবালা গ্রহীতা-শ্রীমতী তমশ্রী শীট, স্বামী শ্রী তরুণ কান্তি শীট, সাং-পাটপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার নং-010802546 Date - ০৬.০৬.২০২২, পরিমান-২.৫ শতক, জে.এল- ২৫৩, মৌজা- ধুলাপুর, খতিয়ান নং ১৯৮, সাবেক দাগ-৫০২, হাল দাগ নং-৬৩৩, পাওয়ার পরিমাণ-১১ শতক, দলিল নং-I-1151/2025, 6.5 শতক, 09/04/2025 কোবালা গ্রহীতা শ্রীমতী চন্দনা পাল স্বামী শ্রী প্রশান্ত পাল বারমুগরা, রামসাগর, দলিল নং I-1150/2025 09/04/2025, পরিমাণ 4 শতক। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & LR.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চন্দননগরের জেলা ডেলিগেট আদালত
রেফারেন্স- এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৪৪/২০২৪

জামিল আহমেদ রাজা, পিতা- মৃত সাকেল আহমেদ, সাং- ৩৫ জি.টি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী
..........দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাকেল আহমেদ, পিতা শের মহম্মদ, সাং- ৩৫ জি.টি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী গত ইং ২৫.০১.২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার ত্যক্ত ডালহৌসি জুট কোম্পানীতে থাকা পি.এফ. ১০১৫১৮ টাকা, গ্র্যাচুইটি ১৮০২৬৫ টাকা, মোট ২৮১৭৮৩ টাকা পাইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট এর জন্য মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে হাজির হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
০৪.০৪.২০২৫

Rizwan Shahid
Advocate

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রীক্ট জজ, হুগলী, চুঁচুড়া
রেফা:- ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং- ১৫৯/২০২৩

দরখাস্তকারী: শ্রী বিশ্বজিত দাস, পিতা- দুলাল চন্দ্র দাস, সাং- মগরা বি.পি.আর. পাড়কোলা, পো: ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৮

বনাম

প্রতিপক্ষ:- শ্রীমতী পিঙ্কি দাস, স্বামী- শ্রী বিশ্বজিত দাস, পিতা- গোপাল ঘোষ, সাং- অর্জুনপুর পশ্চিমপাড়া, পো:- অর্জুনপুর, থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৫৯

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী, **শ্রী বিশ্বজিত দাস** আপনি প্রতিপক্ষ **শ্রীমতী পিঙ্কি দাস** আপনার বিরুদ্ধে ডিভোর্স চাহিয়া অত্র মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন এবং আপনাকে প্রতিপক্ষ হিসাবে সমন প্রেরন করেন। কিন্তু আপনি প্রতিপক্ষ বরাবর আদালতের সমন এড়াইয়া যাইতেছেন। আপনাকে আরোও জানানো যাইতেছে যে, আপনি এই বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমাটি একতরফা প্রসিড করিবে এবং একতরফা ডিক্রী হইবে।

আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
লারনেড কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট জজ্ হুগলী, চুঁচুড়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন : সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা- জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহন কেন্দ্র : সেখ আজাহার উদ্দিন বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার : সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি : প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার : নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম : অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ : শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া- ৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর : ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন : প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি : সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন : দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর,পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি : শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি : দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী : রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন : অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন : মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস : প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন : প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency : শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী : অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২১শে মে। ৬ই জ্যৈষ্ঠ। বুধ বার। নবমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তরী ও রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী র মৃত্যু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মানিকতলা ও বাগমারি বাজারে যৌথ অভিযান চালাল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই কলকাতার বিভিন্ন বাজারে লাগাতার পরিদর্শন চালাচ্ছে রাজ্য সরকার গঠিত টাস্কফোর্স। বাজারে মাছ ও সবজি সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের উপরে নজরদারিতে রাজ্য সরকারের গঠিত টাস্ক ফোর্স ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা মঙ্গলবার কলকাতার মানিকতলা ও বাগমারি বাজারে যৌথ অভিযান চালায়। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম এবং ওজন নিয়ে তারা কথা বলেন। পর্যবেক্ষণ করা হয় শাকসবজি, মাছ, ডিম, মসলা ও ফলের দাম। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা জানান, বাজার পরিদর্শনের সময় বিক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট দাম বললেও পরিদর্শনের পরপরই অনেক ক্ষেত্রে সেই দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা রুখতেই প্রশাসন কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্র নাথ কোলে জানান, যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের উর্ধ্বগতি হয়েছে ঠিকই, তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের অভ্যন্তরে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না চলে যায়, সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বাজারে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। আর এক সদস্য কমল দে জানান, 'এই অভিযান কোনও বিক্রেতার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং বাজারে যাতে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত দাম বজায় থাকে, তার জন্যই এই তৎপরতা।' তিনি আরও বলেন, 'নিয়মিত বাজার পরিদর্শনের ফলে পণ্যের দাম অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে।' মানিকতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদকও জানান, ই বি এবং ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত তদারকি চালানো হয়। ফলে মানিকতলা বাজারে তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম অনেকটাই স্থিতিশীল থাকে। এদিন মানিকতলা বাজারে অভিযান শেষ করার পর টাস্ক ফোর্সের দল বাগমারী বাজারেও পরিদর্শনে যায়। সেখানেও একই ভাবে সমস্ত পণ্যের দাম ও বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষ বাজারে স্বস্তিতে কেনাকাটা করতে পারেন এবং কোনওভাবেই মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা অযৌক্তিক দামের সুযোগ না নিতে পারেন।

পানীয়জলের দাবিতে পথ অবরোধ

কুলটি, ২০ মে: পানীয়জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। সেই অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে অবরোধকারীদের ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। পুলিশ বেশ কয়েকজনকে। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ি অন্তর্গত লছিপুরে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, এদিন সকালে কুলটির নিয়ামতপুরের লছিপুরে জিটি রোড অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দা মহিলা ও পুরুষেরা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন পানীয় জলের দাবিতে। স্থানীয়দের দাবি, আসানসোল পুরনিগমের কুলটির ওয়ার্ড নং ৫৯ এবং ৭৩ নং ওয়ার্ডে প্রায় দুই থেকে তিন বছর ধরে পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে। বারবার বলার পরে পুরনিগম কতৃপক্ষ কোনকিছু করেনি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন এই রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে । ঘটনার খবর শুনে নিয়ামতপুর ফাঁড়ি পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। পুলিশ প্রথমে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে রাস্তা অবরোধ তুলে নিতে বলে। কিন্তু এলাকার বাসিন্দারা পুলিশের কথা না শুনে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। এরপরে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে রাস্তা অবরোধ তুলে দেয়। আটক লোকজনদের নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া রাস্তা পথ অবরোধ হয় প্রায় আধ ঘন্টা চলে।

রেসিপি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেরি পৌষ্টিকর সোই ২০২৫ হয়ে গেল কলকাতায়। প্লেনমার্ক ফাউন্ডেশন, গ্রেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি শাখা, ইডোব্রো ইমপ্যাক্ট সলিউশনের সঙ্গে যৌথভাবে রেসিপি প্রতিযোগিতার সপ্তম সিজন সম্পন্ন হল। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্থানীয় এবং প্রথাগত রান্নার মাধ্যমে ম্যালনিউট্রিশনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই প্রতিযোগিতায় ২৩টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৮৫০ জনেরও বেশি সুযোগ পায়। কলকাতা থেকে বিজয়ী শুভদীপ ঢালি বানিয়েছিলেন 'কুলফি কে কামাল ধামাল প্ল্যাটার'।

কলকাতায় ভেহিকল স্ক্র্যাপিং চালু হল টাটা মোটরসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা মোটরস কলকাতায় তাদের অষ্টম রেজিস্টার্ড ভেহিকল স্ক্র্যাপিং ফেসিলিটি লঞ্চ করল। এই অত্যাধুনিক সুবিধায় বছরে ২১,০০০টি পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন নষ্ট করা সম্ভব হবে। সমস্ত ব্র্যান্ডের যাত্রীবাহী গাড়ি, বাণিজ্যিক যানবাহন, দুই চাকার গাড়ি এবং তিন চাকার গাড়ি এখানে স্ক্র্যাপ করা হবে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'টাটা মোটরস গাড়ি মালিকদের জন্য এমন পদক্ষেপে অনেক সুবিধে হল। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'টাটা মোটরসের আরভিএসএফ লঞ্চ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।'

সাঁতরাগাছিতে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ শেষ, তাও বাতিল ২০০-র বেশি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া-সাঁতরাগাছি রেলপথে বড়সড় সিগন্যাল বিপর্যয়ে চরম দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। রবিবার শেষ হওয়া নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের পর সোমবার থেকেই সাঁতরাগাছি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সিগন্যাল সমস্যার সূচনা। মঙ্গলবার সকাল থেকে কার্যত বিকল হয়ে পড়ে গোটা সিগন্যাল ব্যবস্থা, বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। হাওড়া-খড়্গপুর শাখার অন্তত ২০০-র বেশি লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল হয়েছে। বহু ট্রেন মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ায় যাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন ধরে স্টেশনমুখো হন। টিকিয়াপাড়ায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় হাওড়া স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। চালকরা সুযোগ বুঝে ভাড়াও বাড়িয়ে দেন। বহু যাত্রী গন্তব্যে পৌঁছতে চড়া মূল্য গুনেছেন। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে কোনও আশ্বাস বা নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা না হওয়ায় উদ্বেগ আরও বাড়ে। কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে হাওড়া স্টেশনের হাজারো যাত্রীর মনে।

ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো ব্লু লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৫ উপলক্ষে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা মেট্রো। আগামী ২৫ মে, রবিবার, ব্লু লাইনে সকাল ৭টা থেকেই মেট্রো চলবে। সাধারণত ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। তবে ওই দিন ১৩৮টি ট্রেন (৬৯ আপ ও ৬৯ ডাউন) চলবে, যেখানে সাধারণত ১৩০টি ট্রেন চলে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওইদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আপ ও ডাউন, উভয় দিকেই ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। টার্মিনাল স্টেশনগুলি থেকে শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রথম ট্রেন, কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৭টা (সাধারণত ৯টা)। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ, সকাল ৭টা (সাধারণত ৯টা)। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ, সকাল ৭টা ২০ (সাধারণত ৯টা)। শেষ ট্রেন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, রাত ৯টা ২৭ মিনিট। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ, রাত ৯টা ৩৩ মিনিট। কবি সুভাষ থেকে দমদম, রাত ৯টা ৪০ মিনিট। সবুজ লাইনের পরিষেবায় কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে, রবিবার হিসেবে ২৫ মে ব্লু লাইন বাদে সবুজ লাইন-১, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে যথারীতি কোনও পরিষেবা থাকবে না। এই বিশেষ পরিষেবা শুধুমাত্র ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতকে নির্বিঘ্ন করতে গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

তৃণমূলে পুরনো মুখের নতুন সাজ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব, অপরদিকে দিশাহীন সংগঠনের অবস্থা, পরিস্থিতি সামলাতে এবার কোর কমিটির নামে পুরনো বোতলে নতুন মদ ঢালল তৃণমূল কংগ্রেস। তমলুক ও দুর্গাপুরে আইএনটিটিইউসি -এর শ্রমিক শাখায় একযোগে 'নয়া' কমিটির ঘোষণা করে যেন দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু এই ঘোষণা কার্যত তৃণমূলের অন্তঃসারশূন্য সংগঠন সংস্কারের স্বীকারোক্তি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তমলুকে গঠিত নতুন কোর কমিটির চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যার বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরেই একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাকেই একই সঙ্গে দুর্গাপুরের কমিটিরও মাথা করা হল। একযোগে দুটি সাংগঠনিক অঞ্চল সামলাবেন;এই ফর্মুলা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। বাকি সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অসীম চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দে, শ্যামল মাইতি-সহ ৯ জন। চন্দন দে (মানা)-র মতো অভিজ্ঞ নেতাকে ছেঁটে ফেলে, সদ্য বিজেপি ছেড়ে আসা শ্যামল মাইতির উত্থান তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি বলেই ব্যাখ্যা বিরোধী শিবিরে। শ্যামলবাবু অবশ্য 'সকলের পরামর্শে কাজ' করার কথা বললেও, পর্দার আড়ালে দলের গোষ্ঠী রাজনীতিই এই রদবদলের মূলে বলে মনে করছেন অনেকে।

পাশাপাশি, দুর্গাপুরের কমিটিতেও একাধিক বিতর্কিত নাম। রাজনীতিতে অচেনা বা একঘরে হয়ে যাওয়া নেতাদের এইভাবে হঠাৎ সামনে আনা, তৃণমূলের 'পরিস্থিতি সামলানোর' চাল বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, সাংগঠনিক ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে তৃণমূল এখন কেবল পুরনো চালকে নতুন মোড়কে হাজির করেই বাঁচার পথ খুঁজছে। তবে তাতে কতটা কাজ হবে, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ মে ২০২৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার

সুপার নিউমেরারি মামলায় অস্বস্তিতে চাকরিপ্রার্থীরা

১৬০০ অতিরিক্ত পদে নিযুক্তি আপাতত স্থগিত, উঠছে দুর্নীতির প্রশ্ন !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের অনিশ্চয়তার মুখে প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ। প্রায় ১৬০০ 'সুপার নিউমেরি' পদে শিক্ষক নিয়োগ আপাতত সম্ভব নয়। স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগের জন্য যে অতিরিক্ত পদ তৈরি করেছিল, তাতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল রাখল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। আপাতত কোনও নিয়োগ করা যাবে না বলেই নির্দেশ আদালতের।

প্রসঙ্গত, শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীরা। মামলাকারীদের আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত আদালতে সওয়াল করেন, দু'বছর ধরে অপেক্ষায় বসে আছে চাকরিপ্রার্থীরা। একইসঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও করেন, অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকতে পারে কি না তা নিয়ে। আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি হয়েছিল মন্ত্রিসভার অনুমতি নিয়েই। তবে এই যুক্তি শুনেও আপত্তি জানায় ডিভিশন বেঞ্চ। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌমেন সেন প্রশ্ন করেন,'যদি শেষে দেখা যায় যে রাজ্য সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করতেই পারে না, তাহলে কী লাভ স্থগিতাদেশ তুলে দিয়ে?'এরই রেশ ধরে বিচারপতি এদিন এও বলেন,যদি বৈধতাই না থাকে তাহলে ফের নতুন সমস্যা হবে। এদিনের শুনানিতে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন,যারা মামলা করেছে, তারা পাশই করেনি। তাহলে এই মামলার কী অর্থ তা নিয়েও। শুধু তাই নয়, সাংবিধানিক অধিকার আছে কি না সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, 'সুপারনিউমেরারি পদ তৈরি করাটাই নীতি-বিরুদ্ধ।' সঙ্গে এও জানান, 'শূন্যপদের সংখ্যা কত তা আগে থেকে বলে দিতে হয়, এটাই নিয়ম।' আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৮ জুন এই সংক্রান্ত মামলা রয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য সরকার উচ্চ প্রাথমিকে ওয়েটিং লিস্ট থেকে প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই অতিরিক্ত পদগুলি তৈরি করেছিল। তবে সেই সময়ই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। যদিও ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেই স্থগিতাদেশ আর নবায়ন করা হয়নি। সম্প্রতি ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি। সেই যুক্তি দেখিয়েই হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করেছিল রাজ্য। কিন্তু বিচারপতি বসুর প্রশ্ন, রাজ্য নিজেই বলছে অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ শেষ, আবার নিজেরাই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আর্জিও জানাচ্ছে! এমন দ্বৈত অবস্থান কতটা গ্রহণযোগ্য? এই প্রেক্ষাপটে আবারও নিয়োগ দুর্নীতির প্রেক্ষাপট উঠে আসছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে শিক্ষামহলে। আদালতের এই কড়া অবস্থানে বিপাকে পড়েছেন বহু চাকরিপ্রার্থী, যাঁরা এতদিন অপেক্ষায় ছিলেন এই নিয়োগপত্রের জন্য। এই মুহূর্তে স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকবে বলেই জানিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। এর অর্থ, আদালতের চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত রাজ্য কোনওভাবেই ওই ১৬০০ পদের নিয়োগ চালু করতে পারবে না।

এদিকে, চাকরি দুর্নীতি বিতর্কের উত্তাপে যখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, ঠিক সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় 'তিরঙ্গা যাত্রা'-য় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ বলে কিছু নেই। এখানে না আছে কোনও নিয়ম, না কোনও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি। একজনকে বাতিল করলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশে একটা সুযোগ আছে। একজনকে বাতিল ঘোষণা করুন। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আর যোগ্য-অযোগ্য বাছতে হবে না। এগারো কোটি বাংলায় একটাই অযোগ্য, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ বঞ্চিতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের যে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবার সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের শরনাপন্ন বঞ্চিত নিয়োগ প্রার্থীরা। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীদের এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলাও হয় মঙ্গলবার। এরপরই জরুরি মামলার অনুমতিও দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একইসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি।

প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাসের হিসাবে অনুসারে গ্রুপ সি কর্মীরা পাবেন ২৫ হাজার টাকা করে ভাতা। আর গ্রুপ ডি কর্মী পাবেন ২০ হাজার টাকা করে ভাতা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এমনটাই ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। গত ১৪ মে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র মাইনে যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা একটা পলিসি তৈরি করেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার ডিপার্টমেন্টের অধীনে একটা স্কিমের অধীনে ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে গ্রুপ সি ২৫ হাজার ও গ্রুপ ডি ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাতে শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষাকর্মীরাও রয়েছেন। রাজ্য সরকারের আর্জিতে সাড়া দিয়ে আদালত বলেছে, পুনর্বিবেচনার মামলা নিষ্পত্তি না-হাওয়া পর্যন্ত চাকরি হারানো শিক্ষকেরা স্কুলে যেতে পারবেন। কিন্তু শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে সেই অনুমোদন দেয়নি আদালত। সে কারণেই বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় রাজ্য সরকারকে।

বিস্ফোরণ কাণ্ডের জের, টিটাগড় থানায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাগান এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের চারতলার ঘরে আচমকা বিস্ফোরণে ঘটে। সোমবার সকালে সেই বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ রিয়াজউদ্দিন ওরফে আরমান মন্ডল-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার বেলায় টিটাগড় থানার সামনে কিছুক্ষন বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মীরা। বিক্ষোভ শেষে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল টিটাগড় থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক যথাক্রমে শক্তি মৈত্র ও সুজিত দেব, ব্যারাকপুর শহর কংগ্রেস সভাপতি শম্ভু দাস, কংগ্রেস নেতা সন্তোষ সিং প্রমুখ।

নেতাজিনগরের স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের: তুমুল উত্তেজনা দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি স্কুলে। অভিযোগ, পড়ুয়াদের জন্য সুরক্ষার অভাব। স্কুল কর্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে উদাসীন। তার সঙ্গে রয়েছে আরও একাধিক অভিযোগ। আর এই সব ইস্যুতে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের একাংশের হাতাহাতির উপক্রম হয় বলে সূত্রে খবর।দক্ষিণ কলকাতার নেতাজিনগর এলাকায় নর্মদা স্কুলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে পর্যাপ্ত ফায়ার সেফটি নেই এদিকে দিনের পর দিন ক্লাস চলছে। বহুবার বলা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। শুধু তাই নয়, স্কুলের অভ্যন্তরীণ ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন তোলেন অভিভাবকরা। এদিকে সূত্রে খবর, অভিভাবকদের একাংশের ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাউকে কিছু না জানিয়েই শিক্ষক বদলি করে দেওয়া হয় স্কুলে। এছাড়াও অভিভাবকদের না জানিয়ে স্কুল ছুটিও দিয়ে দেওয়া হয় প্রায়শই।

তোলাবাজির অভিযোগে ক্লোজ এসআই, প্রতিবাদী মহিলার সামনে ক্ষমাপ্রার্থী পুলিশ

বেলঘড়িয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির গুরুতর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘড়িয়ায়। বরাহনগর থানার এক এসআই এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে লরি চালকদের থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, এক্সপ্রেসওয়ের ধারে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে, পাশে সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযোগ, লরি থেকে টাকা তোলা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া এক মহিলা প্রতিবাদ জানান। তাঁর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। ওই মহিলা জানান, তাঁর কাছে পুরো ঘটনার ভিডিও প্রমাণ রয়েছে। তখনই সিভিক ভলান্টিয়ার পা ধরে মহিলার কাছে ক্ষমা চান এবং স্বীকার করেন যে, এসআইয়ের নির্দেশেই সে টাকা নিচ্ছিল। প্রথমে এসআই পুলকেশ পাত্র সমস্ত দায় অস্বীকার করলেও পরে তিনিও মহিলার সামনে হাতজোড় করে ক্ষমা চান। গোটা ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। এসআই পুলকেশ পাত্রকে 'ক্লোজ' করে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে বলে কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-ও। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'পুরো ব্যারাকপুর কমিশনারেটেই এখন দুর্নীতি, তোলাবাজি আর বেআইনি নির্মাণের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের একাংশ রাজনৈতিক মদতে এই অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।' বেলঘরিয়ার ঘটনার পটভূমিতে অর্জুন সিংয়ের এই প্রতিক্রিয়া প্রশাসনিক কাঠামো নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলে দিল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার মহড়া কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কলকাতা জুড়ে যেন সবসময়ই আতঙ্কের পরিবেশ। শেষ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, বহু সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই তীব্র সমালোচনার মুখে অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার বিভিন্ন ভবনগুলিতে ফায়ার সেফটি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত শনিবার কলকাতা পুরসভা এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করে। তাতে বলা হয়, বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সঠিক সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার মহড়া এবং প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজন রয়েছে। সেই মতো এদিন মঙ্গলবার এমন পরিস্থিতিতে আগুন লাগলে কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হবে তা হাতে-কলমে শেখাতে এক বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়। এদিন এই মহড়ায় কলকাতা পুরসভার কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পুরসভার নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে তাঁদের অনেকের যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই বলে অভিযোগ। তাই আচমকা আগুন লাগলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের মাধ্যমে তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে, তা এক বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা এদিন কলকাতা পুরসভার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ওই বেসরকারি সংস্থার এক আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, যখন আগুন লাগে তখন বেশিরভাগ মানুষ ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তা না করে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাত লাগালে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। আর সেটা শেখানোর জন্যই এদিনের এই মহড়ার আয়োজন। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বিভাগের কর্মী আধিকারিকদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়াররাও।

প্রয়াত তাপস সাহার মামলায় প্রশ্নের মুখে তদন্তকারী আধিকারিকের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম থাকা প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার মামলায় তদন্তকারী আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে এবার উঠে গেল বড় প্রশ্ন। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, তদন্তকারী অফিসারের তথ্য সরবরাহ করতে সমস্যা কোথায় তা নিয়ে। একইসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকের উদ্দেশ্যে এও প্রশ্ন করেন, তিনি একজন তদন্তকারী আধিকারিক হয়ে কীভাবে বলতে পারেন তিনি তদন্ত করবেন, সিবিআইকে দেবেন না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, নিয়োগ দুর্নীতিতে তাপস সাহা সংক্রান্ত মামলার রাজ্যের তদন্তকারী আধিকারিক অ্যান্টিকোরাপশন ব্রাঞ্চের অফিসার অনুপম দাস। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই-কে তথ্য না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপসের বিরুদ্ধে। এই মামলায় আগেও তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তবে পাঁচ দিন আগে হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। উল্লেখ্য,এর আগে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, তাপস সাহাকে এখনই গ্রেপ্তারির প্রয়োজন নেই। তদন্তকারী আধিকারিকের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে আরও তথ্য প্রমাণ জোগাড় করার সুযোগ রয়েছে! রাজ্য এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। এরপর মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ওঠে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে। এদিন আদালতে সিবিআই-এর আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী জানান, তাপস সাহা মামালায় রাজ্যের তদন্তকারী আধিকারিকের তরফে সিবিআই-এর হাতে সমস্ত তথ্য এসে পৌঁছয়নি। এরপরই সিবিআই আদালতে জানায়, বিধায়ক তাপস সাহার মৃত্যুর পরেও তদন্ত চালিয়ে যেতে চায় তারা। এরপরই এই মামলায় কেস ডায়েরি-সহ যাবতীয় তথ্য সিবিআইকে দেওয়ার জন্য তদন্তকারী আধিকারিককে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী রাজ্যের তদন্তকারী অফিসারের উদ্দেশে বলেন,'আপনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতির মন্তব্যের বিরুদ্ধে। তাই দ্রুত যাবতীয় তথ্য দিতেই হবে।' সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, তথ্য সরবরাহ করতে সমস্যা কোথায় তা নিয়ে। এদিকে এদিন সিবিআই-এর তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়, তাপস সাহা ছাড়াও অনেকে জড়িত। এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্র। কেস ডায়েরি-সহ বেশ কিছু তথ্য প্রয়োজন রয়েছে। উত্তরে রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, 'তিন চারদিন সময় লাগবে। আমরা তথ্য দিয়ে দেব।'

আরজিকর মামলায় নয়া মোড়, ডিএনএ রিপোর্টে নয়া তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলায় এবার একনয়া মোড়। ডিএনএ রিপোর্টে উঠে এল নয়া তথ্য। এর আগে সিবিআইয়ের তরফ থেকে আদালতে জমা করা হয়েছিল সিএফএসএল-এর রিপোর্ট। কিন্তু সেই রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষের ডিএনএ বিশেষজ্ঞ। সেই রিপোর্ট ইতিমধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। এবার সেই রিপোর্ট ঘিরেই উঠছে নানা প্রশ্ন।

এদিকে ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার দিন ক্রাইম সিনে আসামী সঞ্জয় রায় ছাড়া আরও এক মহিলা ছিলেন। আর সেখানে তিনিও নির্যাতিতার শরীর স্পর্শ করে থাকতে পারেন বলেই ধারনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, শুধু মহিলা নন, অন্য পুরুষের উপস্থিতি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এই সব কারণেই স্পষ্টত সিবিআই-এর রিপোর্ট নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করেছিল, আরজি করের নির্যাতিতা গণধর্ষণ হননি এবং ঘটনাস্থলে সঞ্জয় একাই ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে এটা বলতেই হয়, সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে প্রথম থেকেই খুশি ছিলেন না নির্যাতিতার বাবা-মা। এমনকী সঞ্জয় রায়ের সাজা হলেও তাঁরা সম্পূর্ণ স্বস্তি পাননি। কারণ তাঁদের দাবি ছিল, সঞ্জয় একা নয়, এই ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত। কিন্তু আদালতে সিএফএসএল রিপোর্ট দিয়ে সিবিআই জানায়, গণধর্ষণ হয়নি নির্যাতিতার। যা করেছেন সঞ্জয় নিজেই করেছেন এবং সেটা তার একার পক্ষে করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই দাবি মানতে চায়নি নির্যাতিতার পরিবার। তারপরই তাঁরা ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের দ্বারস্থ হন। এখন তাঁর রিপোর্টই মোড় ঘুরিয়ে দিল এই মামলার।

প্রসঙ্গত, দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। তবে তার ফাঁসির সাজা চেয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই এবং রাজ্য সরকার। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে নির্যাতিতার বাবা-মা জানিয়েছিলেন, তাঁরা সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড চান না! বরং তাঁদের বক্তব্য ছিল, সঞ্জয় একা দোষী নয়, আরও অনেকে আছে। তাঁদেরও ধরা হোক। এখন নয়া ডিএনএ রিপোর্ট কার্যত তাঁদের দাবিকেই মান্যতা দিচ্ছে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের বক্তব্য জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তিনি কি তবে তাঁর রিপোর্টে গণধর্ষণ বা ক্রাইম সিনে একাধিকজনের উপস্থিতির কথাই বলতে চাইছেন? এমনটা হলে সেই সপক্ষে কোনও প্রমাণ রয়েছে কিনা, তাও জানতে চায় আদালত।

তৃণমূল নেতার অবৈধ বাড়ি ভেঙে হবে খেলার মাঠ

কামারহাটি পুরসভাকে নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি চারতলা ভেঙে আট সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে খেলার মাঠ, তৃণমূল নেতার বাড়ি নিয়ে কড়া নির্দেশ হাইকোর্ট-এর। আড়িয়াদহে তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ওরফে জায়ান্ট সিংয়ের বেআইনি চারতলা বাড়ি গুঁড়িয়ে সেখানে খেলার মাঠ গড়ে তোলার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কামারহাটি পুরসভার ভূমিকায় চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত বলেন, 'পুরসভা না মদত দিলে এমন নির্মাণ সম্ভব নয়।'

প্রতাপ রুদ্র লেনের একটি পুকুর দখল করে কোনও অনুমতি ছাড়াই ওই নির্মাণ হয় বলে অভিযোগ। হাইকোর্টে দায়ের মামলায় বলা হয়, এই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পুরসভার নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। যদিও পুরসভার দাবি, তারা নোটিস দিয়েছে এবং ১৯৭৬ সালের অনুমতির নথি চেয়ে বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছে। কিন্তু বিচারপতির কটাক্ষ, '১৯৭৬ সালের অনুমতির অজুহাতে এখন চারতলা বাড়ি গজিয়েছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পুরসভার অফিসাররা চোখ বন্ধ করে ছিলেন? না কি নিজেরাই এই বেআইনি বাড়ির পেছনে?' আদালতের নির্দেশ, আট সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ভেঙে রিপোর্ট দিতে হবে। তারপরেই খেলাধুলোর উপযোগী মাঠ গড়ে তুলতে হবে। বিচারপতি আরও বলেন, 'এই ধরনের নির্মাণ সভ্য সমাজের ঘাড়ে বোঝা। আগে ভাঙা হবে, পরে অন্য নথি দেখা যাবে। রাজনীতির ছত্রছায়ায় বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না।'

চরম উদাসীনতা, এনআরএস'কে শোকজ কমিশনের উত্তর না মিললে, জরিমানার অঙ্ক কোটি ছাড়াতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোগী চিকিৎসা পাচ্ছেন না, চিকিৎসকের দেখা মিলছে না, আবার তার রেকর্ডও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এমন চিত্র উঠে এল দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্র কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পরিকাঠামো ও পরিষেবার খতিয়ান নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কমিশনের সাম্প্রতিক পরিদর্শনে চরম গাফিলতির ছবি ধরা পড়েছে। চিকিৎসকদের হাজিরা এবং এমবিবিএস পরীক্ষায় অনিয়ম-সহ মোট ৮ দফা অভিযোগের ভিত্তিতে পাঠানো হয়েছে এই শোকজ নোটিস। যথাযথ উত্তর না দিলে প্রতি অনিয়মের জন্য এক কোটি টাকা করে জরিমানার মুখে পড়তে পারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে থাকা বিভাগীয় সংস্থা ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস-এর মূল্যায়নে ১৮টি বিভাগের বিরুদ্ধে শোকজ জারি করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে বলছে, হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়মিত হাজিরা যাচাইয়ের জন্য থাকা বায়োমেট্রিক সিস্টেম সচল নয় দীর্ঘদিন। ফলে অনেক বিভাগে চিকিৎসক ও নার্সদের উপস্থিতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মেলেনি। কোথাও বা হাসপাতালের রোগী সম্পর্কে কোনও নথি-ই নেই! কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে থাকা বিভাগীয় সংস্থা ন্যাশনাল কুয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস-এর মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে, এনআরএস-এর বেশ কিছু বিভাগে রোগী পরিষেবার মান এতটাই নিচু যে কেন্দ্রের নির্দেশিত গুণগত মানদণ্ডে তারা ফেল করেছে। যে ১৮টি বিভাগকে শোকজ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিশু, সার্জারি, অর্থোপেডিকস, গাইনিকোলজি, ইউরোলজি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। স্বাস্থ্য কমিশনের পরিদর্শনে উঠে এসেছে, অধিকাংশ বিভাগেই 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' অনুসরণ করা হচ্ছে না। এমবিবিএস পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্রে অননুমোদিত ভিড়ের ঘটনাও চিহ্নিত করা হয়েছে। অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক ও ফিজিওলজি বিভাগে কোনও সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক নেই বলেও অভিযোগ। এছাড়া হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী, বর্তমানে ৭৩ শতাংশ বেডে রোগী ভর্তি রয়েছেন। কত রোগীর মৃত্যু হয়েছে, কতজন চিকিৎসা পেয়েছেন এবং কত অস্ত্রোপচার হয়েছে;এই সমস্ত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে শোকজ নোটিসে। হাসপাতাল প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছে, পরিস্থিতির উন্নতির জন্য তারা ইতিমধ্যেই নতুন নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই ধরনের গাফিলতির দায় শেষ পর্যন্ত কে নেবে? কেন্দ্রের রিপোর্টে উঠে আসা এক পর্যবেক্ষণই যেন সার কথা, 'রোগী মরুক, তাতে কী! দায় নেওয়ার কেউ নেই।'

সম্পাদকীয়

বিদ্যাসাগর লিখতে দ্বিধা করেননি, ‘অ’-এ অজগর আসছে তেড়ে...

কিনে আম খাওয়া, আর গাছ থেকে পেড়ে আম খাওয়ার আল্লাদ যে এক নয়, কোন বাঙালি না জানে! তবে বিদ্যাসাগর ছিলেন দূরদ্রষ্টা। আম দেখলেই পেড়ে খাওয়ার মধ্যে পিছন থেকে বিপদ তেড়ে আসার ঝুঁকি আছেই আছে। সুতরাং বিদ্যাসাগর লিখতে দ্বিধা করেননি, ‘অ’-এ অজগর আসছে তেড়ে। কী নির্ভুল সংকেতে বাস্তবতার পাঠ তিনি দিয়ে গিয়েছেন! কিন্তু সম্প্রতি নৈহাটির শিবদাসপুর থানা এলাকার আতিসারা গ্রামের এক আমবাগানে যে নিষ্ঠুর, অমানবিক ঘটনা ঘটে গেল, কল্পনার অতীত। এই গ্রামে ১৪-১৫ বছরের সুদীপ্ত এসেছিল তার মামার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে সে তার দুই বন্ধুকে নিয়ে গ্রামের মধ্যে একটু ঘুরতে বেড়িয়েছিল। কাছেই চোখে পড়ল এক আমবাগান। অসংখ্য আম ঝুলে আছে গাছ থেকে। আম পেড়ে খাওয়ার লোভ এবং আনন্দ সামলাতে পারেনি সুদীপ্ত। ঢিল ছুড়ে যেই না নামিয়েছে দুটো আম, অমনি তেড়ে এল আমবাগানের ‘অজগর’ চৌকিদার শেখ ফারহাদ, ওরফে ফুরাদ মণ্ডল। দুই বন্ধু দুরন্ত ছুট দিয়ে পালাল। কিন্তু সুদীপ্ত পড়ে গেল ধরা। যখের ধনের মতো বাবুদের সেই আম্র রত্নভাণ্ডার গার্ড দেয় ফারহাদ খান। তার হাতে ধরা পড়েছে দু’টি আম চুরির ভয়ংকর অপরাধী কিশোর সুদীপ্ত। ফারহাদ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। পিটিয়ে মেরে ফেলল সুদীপ্তকে। তারপর সেই নিথর দেহ ফেলে বাড়ি চলে গেল। অচিরে আবিষ্কৃত হল সুদীপ্তর দেহ। এবং দুটো আম। কেউ দাঁত বসায়নি। এবং ফারহাদ গ্রেপ্তার হল তার বাড়ি থেকে। তারপর শুরু হল বিরোধী দলগুলির আম চুরির অপরাধে কিশোর-হত্যার রাজনীতি। প্রথমেই আগুন লাগানো হল আমের গোডাউনে, যেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি আম পুড়ল। এরপর জনতা গেল আরও খেপে। আগুন লাগিয়ে দিল সারা আমবাগানে। এরপর বিরোধী দল বেরল স্লোগান দিয়ে। এই আকস্মিক আম্র-রাজনীতি ও জাগরণের মধ্যে কারও কারও মনে পড়ে যেতে পারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য উপন্যাস, ‘আম আঁটির ভেঁপু’। বাঙালির মনকেমনে ভেসে আসতে পারে ফেলে আসা গ্রামের আমবাগানের গন্ধ, পাতার শব্দ, ঢিল মেরে গোটাকতক আম নামানোর উৎকণ্ঠা ও উল্লাস!

শব্দবাণ-২৭৯

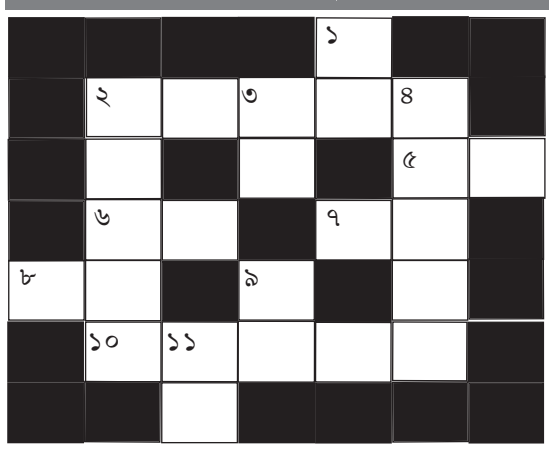

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কর্পূর ৩. গবাক্ষ ৫. জীবিকা, রুটিরুজি ৬. ভাগর, অদৃষ্ট ৭. পর্দা ৯. বায়ু, বাতাস ১১. দৈববাণী, আকাশবাণী ১২. অংশ, ভাগ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বড়ো রন্ধনপাত্র ২. পর্যটক ৩. বিষ ৪. রাক্ষস ৭. ধ্বংস, দফারফা ৮. কাব্যলংকারবিশেষ ৯. শাস্তি, সাজা ১০. ঘন ফুলে গাঁথা দীর্ঘ মালা।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৮

পাশাপাশি: ১. তারাভ্র ৩. জালাক্ষ ৫. রিজিক ৬. ললাট ৭. নিকাব ৯. আশুগ ১১. চিত্রোক্তি ১২. বখরা।

উপর-নীচ: ১. তাগারি ২. ভ্রমিক ৩. জাঙ্গুল ৪. ক্ষপাট ৭. নিকুচি ৮. বক্রোক্তি ৯. আজাব ১০. গজরা।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুজয় ঘোষ

১৯২১ *বিশিষ্ট দার্শনিক প্রভাত রঞ্জন সরকারের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সুজয় ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় শক্তির দমনপীড়নের শিকার চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা !

স্বপনকুমার মণ্ডল

সমাধানই যখন সমস্যা হয়ে ওঠে,তখন তার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে । রাজ্যের ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় নিযুক্ত প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষকের চাকরি প্রথমে মহামান্য হাই কোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টে দুর্নীতির দায়ে বাতিল হয়ে যায় । সেখানে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের অভাবে যেভাবে তা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে তার সমস্যা সমাধানের উপায় বেঁধে দেয় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট,তাতে সমাধানই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্যদের বাদ দেওয়ার সমস্যাকে যেভাবে মেধার যোগ্যতার ভিত্তিতে পাওয়া যোগ্যদের চাকরিও বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে নিযুক্তির মাধ্যমে সমাধানে সুরাহা করার রায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে,তাতে শুধু চাকরি হারানোর ভয়ঙ্কর পরিণতিই অনিবার্য হয়ে ওঠে না,তার সঙ্গে যোগ্য-অযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার ব্যর্থতাবোধও চেপে বসে । সেখানে বাছাই করার ব্যর্থতায় যোগ্য-অযোগ্যের সমান দর ও সমান শাস্তি মূল্যবোধের সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে । এ বছর ১৭ এপ্রিল রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে আবার মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যদের চাকরি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যেই ৩১ -এ মে’র মধ্যে এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার রায় দান করে । এতে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাবজনিত অস্থায়ী সমস্যার সুরাহা হলেও যোগ্য শিক্ষকদের স্থায়িত্বের সংকট আরও অনিবার্য হয়ে ওঠে । বিশেষ করে নতুন করে পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা প্রমাণ করার চেয়েও বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষকের স্থায়ী চাকরি করে বদলে যাওয়া জীবন ও অর্জিত মানসম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয় ও আতঙ্ক মনকে গ্রাস করে । সেখানে চাকরির বাজারে চাকরি না পাওয়ার হতাশার চেয়ে পেয়ে হারানোর বিভীষিকা আরও মর্মান্তিক ট্র্যাজিক পরিণতি মনে হয় । শুধু তাই নয়,জীবিকার সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগকে বিচ্ছিন্ন করা আত্মহত্যার সামিল । অন্যদিকে এরকম ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করার অবকাশও সেক্ষেত্রে নেই। উল্টে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতির কথা আজ হাই কোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমেই দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে । সেদিক থেকে সংগঠিত দুর্নীতির জন্যে যোগ্যদের চাকরির হারানোকে মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না । সেক্ষেত্রে ১৫ মে বিকাশ ভবনে গিয়ে দুর্নীতিতে অচিহ্নিত যোগ্য শিক্ষকদের অবরোধ আন্দোলন যেমন অস্বাভাবিক নয়,তেমনই তা অনিবার্য মনে হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তার প্রতিরোধে গড়ে তোলা অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেখানে পুলিশি দমনপীড়নের মাধ্যমে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনকে নিঃস্ব করা কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসএসসির দুর্নীতি নিয়ে যেমন পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যদের চাকরিতে নিযুক্তির কথা বলা হয়েছে,তেমনই তার নেপথ্যে যোগ্য-অযোগ্যদের মধ্যে বাছাই করা অসম্ভবের কথাও উঠে এসেছে । সেখানে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও সততার মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষার ওএমআর সিট প্রকাশ করে তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেই বাছাই করার অসম্ভবই সম্ভব হয়ে উঠবে। অবশ্য তা করলে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির স্বীকারে তার অস্তিত্ব সংকটও অনিবার্য। স্বাভাবিক ভাবেই সেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে পুনরায় এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যদের নিযুক্তির পথ মসৃণ ও সর্বোত্তম উপায় হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সেই পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষা বসার মানসিকতা দীর্ঘদিন পর পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার পরে বছরদুয়েক ধরে চলা মামলা লড়ে আতঙ্কিত পরিসরে না থাকাই দস্তুর । সেখানে সরকারি ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ষড়যন্ত্র করে সংগঠিত দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে পুনরায় পরীক্ষায় বসা শুধু অনিশ্চিত ফলাফলই আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে না,সেই দুর্নীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করার দায়ও চেপে বসে। তার চেয়ে সেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে ওএমআর সিটের মাধ্যমে হারানো স্বীকৃতি ফিরে পাওয়া জরুরি মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত । আর সেখানেই সরকারের দাঁতনখ বেরিয়ে পড়ে। দুর্নীতির কারণে অযোগ্যদের দমিয়ে রাখা যায়, যোগ্যদের দমানো বা চুপ করিয়ে কাজ হাসিল করা চলে না। যোগ্য শিক্ষকরা ‘হীরক রাজার দেশে’র উদয়ন পণ্ডিতের জাত। তাঁরা সত্যসন্ধানী ও সত্য পথের যাত্রী । আসলে সত্য বড় একা,ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ। মিথ্যে মিলেমিশে থাকে,অবাধে বন্ধুত্ব তার। অথচ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো জরুরি। তাতেই জীবনের প্রতিষ্ঠা,পরম আনন্দ। সেই দিকেই যোগ্যদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই লক্ষ্যাভিমুখী । সেক্ষেত্রে তাঁদের দমনপীড়ন করে বশীভূত করা যায় না। উদয়ন পণ্ডিতরাই জাতির মেরুদণ্ড গড়ে তোলার কারিগর। প্রয়োজনে তাঁরা জীবনপণ করেই লড়াই করতে পারে। তাঁদের হারানোর কিছু নেই। লড়াই করাটাই তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান । সেখানে যোগ্যদের শরীরের জোরের চেয়ে মগজের জোর অনেক বেশি । তার চেয়েও বেশি জোর তাঁদের মনের। তাঁদের চাকরি কেউ দেয়নি, তাঁরা অর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে উদয়ন পণ্ডিতদের মতকে যতই বিপথে চালিত করা হোক,বা, পথকে যতই দুর্গম করা হোক,তাঁরা লক্ষ্যভেদী প্রয়াসে অপরাজেয় থাকে নিরন্তর । সেদিকেই যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টির পথে ধাবিত ।

অন্যদিকে নাছোড় চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে রাজ্য সরকারের মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ আছে । দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের ভাবমূর্তি কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যোগ্যদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া শিরঃপীড়া হয়ে ওঠে । সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা একান্ত জরুরি । সেক্ষেত্রে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে সরাসরি আন্দোলনে সামিল হওয়ার পক্ষে দুর্নীতির প্রকট অস্তিত্ব সময়ান্তরে পচনের অসহ্য বিকট দুর্গন্ধ থেকে হারানো মানুষের মৃতদেহ জেগে ওঠার ভয়ে শঙ্কিত খুনির আতঙ্কিত পরিসর জেগে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই তার আতঙ্কে যোগ্যদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার রাষ্ট্রীয় শক্তির চরম ব্যবহারের মধ্যেই সরকারের গভীর উৎকণ্ঠা বেরিয়ে পড়ে। শাসক যখন তার হিংস্র দাঁতনখ বের করে,তখন বোঝা যায় সে খুব ভয় পেয়েছে। তার যত ভয়, তত সে দমনপীড়নে মরীয়া, ততই তার স্বৈরাচারী মনোভাবের ঔদ্ধত্য সামনে চলে আসে। অন্যদিকে ভয় কাটিয়ে জয়ের প্রতীক্ষায় উদয়ন পণ্ডিতদের অকুতোভয় সংসপ্তকী লড়াই সামনের দিকে এগিয়ে চলে। সত্যের পথে চলা নীতিশিক্ষার সাহস দুর্নীতির দুঃসাহসকেও পরোয়া করে না। তাঁরা শিখে এসেছেন,সত্যের পথ যতই কঠিন ও দুর্গম হোক,তাই একমাত্র জয়ের পথ। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দোয়াই দিয়ে যোগ্যদের আন্দোলনকে নিঃস্ব করে নিজেদের দুর্বলতা গোপন করতে মরীয়া হলেও তা দিয়ে যোগ্যদের দাবি বা অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না । বরং দমনপীড়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তির অপপ্রয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলনই সরকারের দুর্নীতিতে কলুষিত ও কলঙ্কিত ভাবমূর্তিকে আরও বেশি নগ্ন করে তোলে । সেদিক থেকে যোগ্যদের নাছোড় লড়াইয়ের জীবনপণ প্রকৃতিই যেমন তাঁদের অর্জিত যোগ্যতার আলো জ্বালিয়ে দেয়, তেমনই সরকারের শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে দমনপীড়নের নিবিড় আয়োজনে তার আতঙ্কে দিশেহারা নগ্ন চেহারাও অন্ধকারে জেগে ওঠে । এজন্য সত্যের আলোতেই এই সময়ের উদয়ন পণ্ডিতের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাদের সত্যের পথেই দুর্নীতির মিথ্যার নিকষ কালো অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার প্রতীক্ষায় জেগে আছে নিরন্তর গোটা বাংলার শিক্ষিত সমাজ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

তোমার শিক্ষক ধুলোয় প’ড়ে ...

সঞ্জয়কুমার দাস

সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আগ্রাসন মারণব্যাধি স্বরূপ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা সর্বত্রগামী রাজনীতির পৌষমাস যেন। প্রবাদের সরণিতে আম-আদমির সর্বনাশই ভবিতব্য। তাই নিরপেক্ষতার ভান না করে ন্যায়ের পক্ষে থাকার বাঞ্ছনীয়তায়, সময় সচেতন মানুষ চুপটি করে থাকতে পারেন না। যথাসম্ভব পক্ষপাতিত্বে ভিড় জমান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে। একদা সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘পথের দিশা’য় ব্যক্ত করেছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষা - ‘নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,/ থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।’ রাজ্যে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের (শিক্ষকতা যাদের পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই) উপর প্রশাসনিক ভূমিকায় বর্তমান কলমকারের মনে হয়েছে এ যেন সত্যিই সুন্দরের হীন অপমান। স্বীয় সামর্থ্যে এ অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নতুবা ‘এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য’ করে যাবার শপথ মুখ থুবড়ে পড়বে। যা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

একটি জাতি উন্নত হয় তার শিক্ষা দিয়ে। শিক্ষা প্রসঙ্গেই আসে শিক্ষকের সম্পৃক্তি। শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা সোনার পাথরবাটি বৈ কিছু না। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর নেশায় গুরুকর্ম সম্পন্ন হতো। শিষ্যের নবিশি প্রক্রিয়া সুসংহত রূপ নিত গুরুর অনুশাসন পরাকাষ্ঠায়। অবশ্য আধুনিক বিশ্বে শিক্ষাঙ্গন উন্মুক্ত হয়েছে সাধারণের অধিকারে। গনতান্ত্রিক পদ্ধতির এ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। অথচ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের শেষ অব্দে শিক্ষকদের অকল্পনীয় বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে মরমে মরে যাওয়ার দশা।

যাদের চক-ডাস্টার হাতে শ্রেণিকক্ষে থাকার কথা, তাঁরা কিনা রাজধানীর রাজপথে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। যখন বাঙালি দিশেহারা হন, তখন আশ্রয় নেন রবীন্দ্রনাথে। মানবমনের সব পরিস্থিতির সঙ্গীই যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মসিনিগর্ত বাণী চিরন্তনী সুধামথিত। শিক্ষা ব্যবস্থার নগ্ন রূপ উন্মোচন করে তাঁর রচিত ‘তোতাকাহিনী’। আর ‘শঙ্খ’ কবিতাটি তিনি শুরুই করলেন ‘তোমার শঙ্খ ধুলায় প’ড়ে, কেমন করে সইব! / বাতাস আলো গেল মরে, এ কিরে দুর্দৈব!’ আমরা ঈষৎ পরিবর্তন সাধনে বলতে বাসনা রাখি, ‘তোমার (শিক্ষক) ধুলায় প’ড়ে, কেমন করে সইব! / বাতাস আলো গেল মরে, এ কিরে দুর্দৈব!’

সত্যিই এ কোন দুর্দিনে আমরা উপস্থিত হয়েছি, যেখানকআর আলো-বাতাসে ভেসে আসছে শিক্ষকদের আর্তনাদ। শিক্ষকরা তাঁদের চাকরি বাঁচাতে আজ রাস্তায় বসেছেন। তাঁরা শুধু রাস্তায় বসেননি, নিজেদের চাকরি বাঁচানো আন্দোলনের রূপরেখায় অবস্থান বিক্ষোভে অংশগ্রহণের দরুন পুলিশি লাঠি-লাথির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। পুলিশি ভাষায় সে আঘাত মৃদু বলপ্রয়োগ হতেই পারে, কিন্তু বাস্তব বলে অন্য কথা। পুলিশি সংকেতের সে মৃদু বলপ্রয়োগেই পা ভেঙেছে এক শিক্ষিকার, মাথা ফেটেছে এক শিক্ষকের, চোখে রক্ত ঝরেছে এক শিক্ষকের, পায়ে লাঠির আঘাতে অনর্গল রক্ত ঝরেছে আর এক শিক্ষকের। আন্দোলনরত শিক্ষকদের অভিযোগ, পুলিশ শুধু লাঠি-লাথিই নয়, ফুলের টব ছুঁড়ে মেরেছেন এক শিক্ষিকার পায়ে। আহতের সংখ্যা নেহাত নগন্য নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সংখ্যাটি মূল্যহীন, শিক্ষকের অসম্মানটিই বড়ো কথা। সরকারের ভুলে গেলে চলবে না, শিক্ষার অধিকার বলবতে এই শিক্ষকরাই আপনার চালিকাশক্তি।

এমনিতেই বিদ্যালয়-শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান তলানিতে। এহেন পরিস্থিতিতে যে বা যাদের কারণে এই তথাকথিত যোগ্য শিক্ষকগণ চাকরি হারাতে বসেছেন, তাঁদের ইতিবাচক পদক্ষেপে সম্মত করানোর আন্দোলনেই এহেন নিন্দনীয় পদক্ষেপ শিক্ষক সমাজের অবশিষ্ট সম্মানটুকুকেই ধুলোয় মিশিয়ে দিল। যা জাতির জন্য শঙ্কার! শিক্ষকদের অসম্মানিত করে শিক্ষার মানোত্তীর্ণ অসম্ভব। হ্যাঁ, যেসকল পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন, তাঁদের জন্যও সমবেদনা জানাই। কিন্তু যারা আন্দোলন করছেন তাঁরা সব হারিয়ে পথে বসেছেন। তাই তাঁদের প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। আন্দোলনকারীদেরও সর্তক থাকতে হবে কোনো প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য।

বিশ্ব মানচিত্রে প্রদক্ষিণ করলে শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে এক আশাপ্রদ ক্যানভাস দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে ফিনল্যান্ড মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতায় নিযুক্তি দেয়, ফরাসি আদালতের অভ্যন্তরে চেয়ারে বসার অধিকার আছে কেবলমাত্র শিক্ষকদেরই, যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকগণ ভিআইপির মর্যাদা পান, দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষকগণ মন্ত্রীর সমতুল্য। আর ভারতে শিক্ষকগণ ভিআইপি বা মন্ত্রীর সমতুল্য নন, তবু সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নালন্দা মহাবিহারের পন্ডিতগণ বিশ্বমানের খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের পদমর্যাদার সৌরভে মুগ্ধ বিশ্ববাসী। শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র, কমলশীল, ধর্মকীর্তি, পদ্মসম্ভবের ন্যায় বিশ্ববন্দিত শিক্ষক ছিলেন একদা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণপুরুষ। স্বভাবতই ভারতে শিক্ষকগণ সম্মানের সাথেই জীবন নির্বাহ করেন। শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্তির ক্ষেত্রেও এশীয়দের ঐকান্তিকতা দৃষ্টান্তমূলক।

শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বিশ্বব্যাপী জরিপ করে The Varkey Foundation. সে জরিপের ফলাফল Global Teacher Status Index 2018 আজ বিশ্বে সমাদৃত। ৩৫ দেশের জরিপকৃত তালিকায় ভারতের স্থান অষ্টম। যা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। এবং গত ১৫ মে’র ঘটনা প্রমাণ করে, কেন ভারত পিছিয়ে। যেখানে লাঠির আঘাতে ধুলোয় গড়াগড়ি খান শিক্ষককুল, সেখানে এর চেয়ে আর বেশি আশা করাই বোকামি। অথচ শুধু ছাত্রছাত্রী প্রদত্ত সম্মানই নয়, সরকার এবং সুধী সমাজকেও শিক্ষক সম্মান বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আর শিক্ষকদের স্মরণে রাখতে হবে তাঁদের পেশা অন্যকোনো পেশার সাথে তুল্যমূল্যের সমগোত্রীয় নয়। এ তাঁদের শ্লাঘা। সে শ্লাঘা রক্ষাও তাঁদের কর্তব্য। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আমাদের সবার দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা কোনো ভাবেই তা অস্বীকার করতে পারি না।

বি. দ্র. - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শঙ্খ’ কবিতার চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়বার উল্লেখে প্রথম বন্ধনী চিহ্নিত ‘শিক্ষক’ শব্দটি ‘শঙ্খ’ শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায়। তারজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

তথ্যঋণ
যুগান্তর, ০২/১০/২০২৪
একদিন, ০৭/০৪/২০২৫
উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বৃষ্টিতে জলস্তর বাড়ায় ভাঙল বাঁধ

মমতার অনুপ্রেরণায় দুর্নীতির উন্নয়ন কী ভাবে হেলে পড়ছে, দেখার দাবি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বৃষ্টির ফলে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় ভেঙে গেল আত্রেয়ী নদীর স্বল্প উচ্চতার বাঁধ। ঘটনায় কিছুটা আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। দ্রুত বাঁধ সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত চকভৃগু এলাকার ঘটনা।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে আত্রেয়ী নদীর রিভার ড্যামের পাশের নদী বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনের উদ্যোগে সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছিল। এরই মধ্যে বৃষ্টির ফলে নদীতে জলের স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সোমবার রাতে আচমকাই ভেঙে পড়ল সংস্কার করা আত্রেয়ী নদী বাঁধের কিছু অংশ। এর ফলে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা সুব্রত ফৌজদার জানান, 'গত ফেব্রুয়ারি মাসেও বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। তারপরে সংস্কারের কাজ শুরু করা হলেও সোমবার রাত্রি ২ টা নাগাদ ফের এই বাঁধ ভেঙে যায়। এরপরে যদি জলের স্তর আরও বাড়ে, তাহলে এলাকার পরিবারগুলো পুরো জলে ভেসে যাবে। আমরা সকলেই আতঙ্কে রয়েছি এই বিষয়ে।'

বিষয়টি জানতে পেরে মঙ্গলবার ওই এলাকা পরিদর্শনে যান বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সরেজমিনে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আত্রেয়ী নদীর ওপর কংক্রিট নির্মিত লো-ড্যাম ভেঙে পড়ার পর সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলাম এবং নদীর পাশে বসবাসকারী মানুষজনের সঙ্গে কথা বললাম। আকস্মিক এমন দুর্ঘটনায় তাঁরা যথেষ্ট আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এইসময় উত্তরবঙ্গেই রয়েছেন, তাঁকে আমি আবেদন করছি - তিনি যেন বালুরঘাটে এসে সরাসরি দেখে যান তাঁর অনুপ্রেরণায় দুর্নীতির উন্নয়ন কী ভাবে হেলে পড়ছে!'

হঠাৎ ঝড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: হঠাৎ ঝড়ে গোপালনগর বৈরামপুর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, ভেঙেছে প্রচুর বাড়ি গাছ, ক্ষয়ক্ষতির হয়েছে চাষেরও। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সনেকপুরে সোমবার বিকেলে হটাৎ প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে এলাকার প্রচুর বাড়ি ও ভেঙেছে ক্ষতি হয়েছে চাষেরও। ঝড়ের পর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে

গ্রাম। মঙ্গলবার সকাল থেকে গাছ কাটার কাজ শুরু করেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। দ্রুত সমাধানের দাবি তুলেছে স্থানীয়রা। তারা জানিয়েছে, ৩০ থেকে ৩৫ মিনিটের ঝর বৃষ্টিতে এমন ক্ষতি হয়েছে। গোপালনগর স্টেশন সংলগ্ন উজ্জ্বল অধিকারী নিজের ঘরে পরিবার নিয়েছিল তখনই বটগাছ ভেঙে পড়ে তাদের ঘরের ওপরে। কোনও ক্রমে বাচ্চা নিয়ে ঘর থেকে বের করা হয়। এই বিষয়ে বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলনেতা হায়দার আলি মোল্লা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এলাকায় ৩০টা বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রচুর গাছ ভেঙে পড়েছে। তিল পটল কলা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঝর বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। বেশকিছু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে প্লাস্টিকের ত্রিপল তুলে দেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং: (০৩৩) ৬৬৫৫৭৮৪৮, ওয়েবসাইট: www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক/ প্রতিকী দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ এর থেকে। রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আনুমানিক ২০/০২/২০২৫ তারিখের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন।

সরফেইসি আইন ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সম্পত্তির বিবরণ এ নিলাম করা হবে

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বাস্তবিক দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ই-অকশনের তারিখ (আনুমানিক)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না পরিমাণ জমা (ইএমডি) গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ
আসানসোল	শ্রী রাকেশ আগরওয়াল, শ্রী রিতেশ আগরওয়াল, শ্রীমতী পুষ্পা আগরওয়াল শ্রী বিকাশ আগরওয়াল শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল এবং প্রয়াত শ্রী লোকনাথ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারীগণ	জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১১৬, সিএস প্লট নং ১৮৩৯, সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস প্লট নং ২১১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৪, এংব ১৬৬৫, জেএল নং ২০, মৌজা : সানতা, থানা : হীরাপুর, জেলা : বর্ধমান : জমির পরিমাণ (১.৫) ডেসিমেল আরএস প্লট নং ২১৫৮, সিএস প্লট নং ১৬৫, সিএস খতিয়ান নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১) ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, মোট বিক্রয় করা জমির পরিমাণ ৭.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৯ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা (জি-২) বসবাসের ভবন, পুষ্পম নিবাস, আসানসোল পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** লদীকান্ত রায়ের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সড়ক, **পূর্বে :** অম্বালিকা টাওয়ার, **পশ্চিমে :** লর্ডস টাওয়ার।	ক) ৩০.১২.২০২৩ খ) ১০.০১.২০২৫ গ) ১০.০৭.২০২৫	ক) ৩,০৬,০২,৫৮৮/- টাকা খ) ৩০,৬০,২৫৯/- টাকা গ) ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬/- টাকা ১০.০৭.২০২৩ তারিখের ঋণের বকেয়া বাবদ সেইসঙ্গে ১০.০৭.২০২৩ তারিখ থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং পরবর্তীতে যদি কোনও খরচ থাকে তবে তা আদায়ের জন্য।
দুর্গাপুর	বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী অনিতা বাজাজ, শ্রী রাহুল বাজাজ, শ্রী দীপ বাজাজ শ্রীমতী জুহি বাজাজ	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত তারিখ ১৩.১২.২০১৭ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩.৩৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ জি-৪ এবং আনুমানিক ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক), একটি ঘর, টেরেসে, শো রুম-বৈদ্যুতিক দফা এবং সংলগ্ন গুদাম অবস্থিত এলআর প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৬৫, জেএল নং ৬৭, মৌজা : বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, ডিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১, ওয়ার্ড নং ১৯, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** দুর্গাপুর চেম্বার অব কমার্স, **পূর্বে :** রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ২৪.০১.২০২২ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ১০.০৭.২০২৫	ক) ৩,১৮,৭০,১২৫/- টাকা খ) ৩১,৮৮,০০০/- টাকা গ) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪/- টাকা ১০-০৯-২০২১ অনুযায়ী ঋণের (০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১) বকেয়া বাবদ সেইসঙ্গে ১০-০৯-২০২১ তারিখ থেকে তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং ১২-১০-২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ঋণের (০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮) বকেয়া **১৯,৭১,২৩৩/-** টাকা, সেইসঙ্গে ১০-০৯-২০২৩ তারিখ থেকে তদুপরি অতিরিক্ত সুদ

তারিখ : ২১.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৬.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৮,৩০,৩০৪ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী আনন্দ সিং এবং শ্রীমতী কল্যাণী সিং**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৫,২৮,০০০ টাকা** এবং বায়না জমা **৫২,৮০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দখলদারি, যদি কিছু থাকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

অরা ১.২ এএমটি কেএপিপিএ এসএক্স +, রেজিস্ট্রেশন নং : WB24BN3831, চেসিস নং MALB341CYRM258524, ইঞ্জিন নং G4LARM844098,, নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪।

* আরটিও-তে ভেহিকেলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক অথবা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দায়ী থাকবে না
* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ২১.০৫.২০২৫
স্থান : আরএসিপিসি বেহালা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৬.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৬.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা,৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন,ওয়ার্ড নং ৫৯-কেএমসি অধীন, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো), ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট।	ক) ১,৫০,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ১৫,০৪,৯০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
২.	বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলা ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট কোম্পানী অধীন, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ০৪ মার্চ -০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৭,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৭,৮০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ : ১২০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ২০,৯৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৯,৩০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভেম্বর -০৬ তারিখে, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ১০,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০৫.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২১.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস
ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে এই সংবাদপত্রে ২৯.০৪.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি.** এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় **ক্রম নং ৫** অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে স্টেট ব্যাঙ্ক, এসএএমবি ২, কলকাতা কর্তৃক প্রত্যাহর করা হল, কারণ সিজি অনুমোদিত এনসিএলটি কলকাতা কর্তৃক সিআইআরপি অধীনে উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০.০৮.২০২৪। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সম্পত্তি এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI

এসবিআই, বাণীতবলা শাখা (০৬৭৮৭)
পোস্ট- যাদুরবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়া- ৭১১৩১৬, ই-মেইল- sbi.06787@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম সহ ঠিকানা, শাখা এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।	নোটিশের তারিখ এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা ও স্বত্বাধিকারী মেসার্স প্রলয় এন্টারপ্রাইজ** পিতা প্রয়াত বিমান মজুমদার ঠিকানা- গ্রাম - ফতেপুর, পোস্ট - উলুবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা-হাওড়া, পিন ৭১১৩১৫। **শাখা: এসবিআই বাণীতবলা শাখা** **লোন অ্যাকাউন্ট- (ক) ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৩১৭৮৫৯৮৩৪৩৯ (খ) জিইসিএল এ/সি নং ৩৯৪০৬২৩৭৯৮৬ (গ) ডব্লিউসিটিএল এ/সি নং ৪০২৫৩০১৯২৯৮ (ঘ) এফআইটিএল এ/সি নং ৪০২৫৩০০২০৬৮**	অংশ ২ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ বাস্তু পরিবর্তিত এরিয়া **২.৫ কাঠা বা ৪.১৩ শতক** (মেমো নং কনভা/৩২/৪১৫/২(এ)/এলআর (ইউএলইউ-১) তারিখ ১৮.০৭.২০১৮, বিএল এবং আরও -উলুবেড়িয়া-১। কেস নং ৮৪/১৮) কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বাহির গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৭, এলআর খতিয়ান নং ২৪৫/১, নথিভুক্ত খতিয়ান নং ৩২৯৮, আরএস দাগ নং ২০৩৭, এলআর দাগ নং ২০৪১, অবস্থিত গ্রাম গঙ্গারামপুর, থানা : উলুবেড়িয়া, জেলা : হাওড়া, দলিল নং ০৫০৫০৪৯০৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৩৭৮ থেকে ৮৫৩৯৬-২০১৭ সালের। এডিএসআরও - উলুবেড়িয়া, জেলা : হাওড়া। **সম্পত্তি শ্রী প্রলয় মজুমদার, পিতা প্রয়াত বিমান মজুমদার এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে:** পলাশ গুছাইত এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সুজিৎ কোরক এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সম্পত্তি এলআর দাগ নং ২০৪১, ১১ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** দুলাল রাং এর সম্পত্তি।	সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশের তারিখ ০৮.০৫.২০২৫ এনপিএর তারিখ ২৭.০৪.২০২৫	(ক) ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৩১৭৮৫৯৮৩৪৩৯ (খ) জিইসিএল এ/সি নং ৩৯৪০৬২৩৭৯৮৬ গ) ডব্লিউসিটিএল এ/সি নং নং ৪০২৫৩০১৯২৯৮ (ঘ) এফআইটিএল এ/সি নং ৪০২৫৩০০২০৬৮ ১৭,৭০,৭৪২.০০ টাকা (সিসি) ২৬,৭৯৮.০০ টাকা (জিইসিএল) ২১,৭৭৮.০০ টাকা (ডব্লিউসিটিএল) ৮১,৪২৭.০০ টাকা (এফআইটিএল) **মোট বকেয়া ১৯,০০,৭৪৫.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ সাতশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি ০৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী সুদ। এছাড়াও আপনাকে ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর চুক্তিভিত্তিক হারে পূর্বোক্ত পরিমানের উপর ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে হবে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ২১.০৫.২০২৫
স্থান: বাণীতবলা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL1800 0379 / KOLHL2000 0113	1) মেসার্স রেডিমেড কর্ণার – ঋণগ্রহীতা 2) সবিতা কর – সহ-ঋণগ্রহীতা 3) সত্যরঞ্জন কর, সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি - I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা – সমগ্র জমির পরিমাপ প্রায় 1 কাঠা 13 ছটাক ও 15 বর্গফুট, যা 1320 বর্গফুট বা 3.03 শতকের সমতুল্য, একত্রে যার ওপর প্রায় 100 বর্গফুট পরিমাপের টালির শেড অধিষ্ঠিত হয়ে উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা – খড়দহ অধীনে, বর্তমানে পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 17 অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 114, পি.সি. চ্যাটার্জী রোড হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত হয়ে রামভদ্রবাটী মৌজাতে এল.আর. খতিয়ান নং 24, জে.এল. নং 7 অধীনে এল.আর. দাগ নং 1184–এর সঙ্গে অনুরূপ আর.এস. দাগ নং 283–র অংশ গঠন করেছে। যা নিম্ন দ্বারা চতুর্সীমাবদ্ধ – পূর্ব – 10 ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিম – বসন্ত দাসের সম্পত্তি উত্তর – 12 ফুট চওড়া পি.সি. চ্যাটার্জী রোড দক্ষিণ – পুকুর	14.05.2022	টাঃ 44,48,439.1/- (টাকা চুয়াল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশো উনচল্লিশ এবং এক পয়সা মাত্র)	বাস্তবিক দখল 19.05.2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 21.05.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বল্লভপুর পেপার এমএফজি লি.** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : বল্লভপুর পেপার এমএফজি লি, প্রধান অফিস :** ৮০১, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬, শরৎ বোস রোড, (৯মতল), কলকাতা-৭০০০২০, **এবং রেজি অফিস :** এমটা গ্লোব, ৫বি, নন্দলাল বসু সরণি, কলকাতা : ৭০০০১১ **এবং** প্ল্যান্ট : গ্রাম এবং পো : বল্লভপুর, থানা : রানিগঞ্জ, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩২৩। **ব্যক্তিগত জামিনদাতা : শ্রী উজ্জ্বল কুমার উপাধ্যায়,** ১১, কুইনস পার্ক, কলকাতা : ৭০০০১৯। **কর্পোরেট জামিনদাতা(গণ) : মেসার্স মেধাই ট্রেডার্স লি.,** ২/৬, শরৎ বসু সরণি, কলকাতা ৭০০০২০ **এবং মেসার্স প্যারামাউন্ট প্যাপিরাস (প্রা)** লি, ৫বি, নন্দলাল বসু সরণি, কলকাতা : ৭০০০৭১। **লোন এ/সি নং : ক্যাশ ক্রেডিট : ৩২১৪৪৮৩৬৬৩৫ এবং জিইসিএল : ৪০৬৭৬৩২২৮৪০**	**তপশিল সি অংশ-১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** ১. প্রাথমিকভাবে ঋণগ্রহীতার সমুদয় চলতি সম্পদ দায়বদ্ধ , কাঁচা মালের মজুত, আধা তৈরি পণ্য, তৈরি পণ্য, দ্রব্যাদির স্বত্ব নথি এবং অন্যান্য সম্পদ, যেমন বকেয়া অর্থ, আদায়যোগ্য,বুক ডেটস, নগদের দ্বারা আদায়যোগ্য এবং/বা ক্যাশ ইনসেন্টিভ স্কিম অধীনে বা অন্য স্কিম অধীনে নগদ উৎসাহভাতা, দাবি, ডিউটি ড্র ব্যাক ক্রেডিট স্কিম অধীনে বা অন্য স্কিম অধীনে কাস্টমস/এক্সাইজ ডিউটি এর দাবি ফেরত সহ, বিল, ইনভয়েস, নথি, চুক্তি, বীমা পলিসি,জামিন,নিয়োগ,জামিন, বিনিয়োগ, এবং অধিকার, অনুল্লিখিত মূলধন, উভয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত সময়ে সময়ে। ২. দ্বিতীয়ত দায়বদ্ধতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ ফ্যাক্টরি অবস্থিত বল্লভপুর, রানিগঞ্জ। (চুক্তিপত্র তারিখ ২৮.০৬.২০২৩, অধীন, ঘোষণা তারিখ ১২.০৫.২০২৩ এবং ৩য় অতিরিক্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কনসোর্টিয়াম অ্যারেঞ্জমেন্ট তারিখ ১২.০৫.২০২৩)। **অংশ -২ (সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত (বাধ্যবাধকতা ভিত্তিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে) তারিখ : অংশ -১** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৫৭.৭৬৪ বিঘা দায়মুক্ত জমি অবস্থিত মৌজা : নূরপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, দাগ নং ৪৩, ৬৪, ৬৫, ৭০, ১৭২, ১৯৫/৭, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৬০, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১,২৭৪,২৭৫, ২৭৬, ২৭৯, ২৮০/৩, ২৮০/৪, ২৮০/৫, ২৮০/৮, ২৮০/৯, ২৮০/১০, ২৮০/১১, ২৮০/ ১৫, ২৮০/১৭, ২৮০/১৮, ২৮০/১৯, ২৮১/২১, ৩০৪ তদস্থিত সকল শেড, ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়। **অংশ -২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২৩২.৪০৩ বিঘা দায়মুক্ত জমি অবস্থিত মৌজা বল্লভপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, দাগ নং ৪০০, ৪০১, ৪০৮, ৪১২, ৪১৪,৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩৬, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১,৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০,৪৭১, ৪৭২,৪৭৩,৪৭৪,৪৭৫,৪৭৬,৪৭৭,৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪,৪৯৫, ৪৯৬,৪৯৭,৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০,৫১১,৫১২,৫১৩, ৫১৪,৫১৫,৫১৬,৫২৬, ৫২৭,৫২৮,৫২৯,৫৩০, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০,৫৫১,৫৫২, ৫৭০,৫৭৮, ৬০৩, ৬০৮, ৬০৯। ৬২৭, ৬৩০,৬৩১,৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪০,৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৫, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২,৬৫৩, ৬৫৫,৬৫৬,৬৫৭,৬৬০, ৬৬১,৬৬২, ৬৬৩,৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৮,৬৬৯,৬৭০,৬৭৪,৬৭৫,৬৭৭,৬৭৯,৬৮০,৬৮১,৬৮৩,৬৮৬,৬৮৮, ৬৮৯,৬৯০,৬৯১,৬৯২,৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭,৬৯৮, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬,৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০,৭১১, ৭১৮,৭১৯,৭৮০, ৭৮৩, ৭৮৬, ৭৮৭,৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯২, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮,৮০৯,৮১০,৮১১,৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৬, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১,৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭,৮২৮, ৮২৯, ৮৩০,৮৩১, ৮৩২,৮৩৩,৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৮, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৮, ৮৫৯,৮৬০, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১,৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৭, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৪০, ৯৪১ এবং তদস্থিত শেড, ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়। **অংশ - ৩** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৫.৮১ বিঘা দায়মুক্ত জমি অবস্থিত মৌজা রানিগঞ্জ,জেলা : বর্ধমান , সিএস প্লট নং ৪৭৬০ এবং ৪৭৭৬, খতিয়ান নং ২৪১ এবং ২৪২ তৌজি নং ১০। এবং তদস্থিত শেড, ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়। নথিভুক্তির তারিখ ১১.০৭.২০০৭, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর রানিগঞ্জ তারিখ ১৫.১০.২০০৭, মেধাউ ট্রেডার্স লিমিটেডের অনুকূলে নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৩৯৫ থেকে ১৪০৭, দলিল নং ০৩১৯৫-২০০৭ সালের (স্বত্ব দলিল)।	২৭.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৪	১০,৩৮,২১,১৯৯.০০ টাকা **(দশ কোটি আটত্রিশ লাখ একুশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা) ২০.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।**

তারিখ : ২১.০৫.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

মৃত রোগীকে জীবিত দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মৃত রোগীকে জীবিত দেখিয়ে তিন দিন ধরে প্রতারণা চালাচ্ছিল কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গতিবিধিতে সন্দেহ হতেই প্রতারণার বিষয়টি ধরে ফেলে ওই রোগীর পরিবার। অভিযোগ পেতেই সোমবার রাতে কালিয়াচকের ওই নার্সিংহোমে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তারা। এরপরই পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এই প্রতারণার ফাঁদ সামনে বেরিয়ে আসে। পরবর্তীতে চিকিৎসায় গাফিলতি এবং রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে কালিয়াচকের ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি জানিয়েছেন, তদন্তে গাফিলতির প্রমাণিত হলে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম মহম্মদ সাকিরুল ইসলাম। তার বাড়ি মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাহিটোলা এলাকায়। মৃত ওই ছাত্র মানিকচক কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে পেটের যন্ত্রণায় ভুগছিল ওই ছাত্র। এরপর গত শুক্রবার কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয় ওই ছাত্র। শারীরিক পরীক্ষায় ওই ছাত্রের পেটের গলব্লাডারে স্টোন ধরা পড়ে। এরপরই শনিবার ওই ছাত্রের অপারেশন হয়। আর তারপর থেকেই অচৈতন্য ও অসুস্থ বলেই একটি এমার্জেন্সি বিভাগে ওই ছাত্রকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় বাড়ির লোকেদের কোনরকম ভাবেই দেখতে দেওয়া হচ্ছিল না। কাঁচের বাইরে থেকেই ওই ছাত্রকে দেখে ফিরে যাচ্ছিলেন পরিবারের লোকেরা। এছাড়াও প্রতিদিনই হাজার হাজার টাকার ওষুধ কিনে দেওয়া হচ্ছিল অসুস্থ ওই ছাত্রের জন্য। সোমবার সন্ধ্যায় অসুস্থ ওই ছাত্রের পরিবারের লোকেরা তাদের ছেলেকে দেখার জন্য জোর করতে থাকেন। কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়াতে অবশেষে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। অভিযোগ পেতেই স্বাস্থ্যসাথী বিভাগ এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনে কর্তার ওই নার্সিংহোমে তদন্তে আসেন। আর প্রশাসনের জেরায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে ফেলে।

মৃত ছাত্রের দিদি কুলসুম খাতুন জানিয়েছেন, 'একেবারে প্রতারণা করেই আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। প্রতিদিনই পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার ওষুধ আমরা কিনে দিচ্ছিলাম। তিনদিন ধরে ভাইকে দেখতে দেওয়া হয়নি। আসলে অপারেশনের সময় ভাইয়ের মৃত্যু হয়। মাইক্রোসার্জারি করে গলব্লাডারে স্টোন বার করার কথা ছিল। কিন্তু ভাইয়ের বুক কাটা, পেট কাটা রয়েছে।' কেন এরকম ঘটনা ঘটল কিছু বলতে চায়নি সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তাই গাফিলতি এবং ভুল অপারেশনের জন্য ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মৃত ছাত্রের সম্পর্কিত এক দাদা তথা মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল দলের সদস্য মহম্মদ আসিরুদ্দিন বলেন, চিকিৎসার নামে এরকম নার্সিংহোমগুলি ফেঁদে বসেছে। তিন দিন আগে অপারেশনের সময় একজন রোগী মারা গেল। আর তাকে জীবিত বলে রীতিমতো চালিয়ে যাচ্ছিল ওই নার্সিংহোমের কর্মকর্তারা। প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার ওষুধ কিনে দেওয়া হচ্ছিল। সোমবার রাতে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গতিবিধি থেকে সন্দেহ হয়। এরপরই আমরা সরাসরি পুলিশে ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। প্রশাসনের সামনেই সমস্ত ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। ওই নার্সিংহোমটিকে অবিলম্বে যাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেই দাবিও জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে জানানো হয়েছে।

যদিও এই ঘটনায় কালিয়াচকের সুজাপুরে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'যা বলার প্রশাসনকে বলেছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'অভিযোগের বিষয়টি শুনেছি। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট পেলেই সম্পূর্ণ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নতুন ট্রেন চালু ও স্টপেজের দাবিতে স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আহমদপুর থেকে হাওড়া রুটে সরাসরি ট্রেন চালুর দাবি জানিয়ে লাভপুর ও আহমদপুরে স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দিল আহমদপুর কাটোয়া রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সকালে সংগঠনের সদস্যরা আহমদপুর ও পরে লাভপুরে রেল স্টেশনে এসে ম্যানেজারের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন। এর পাশাপাশি হাওড়া থেকে এবং রামপুরহাট থেকে বিভিন্ন ট্রেন যাতে আহমদপুর এবং লাভপুরে দাঁড়ায় তার আবেদন জানিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি পাঠিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। বারবার রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তা সুরাহা না হওয়ায় পুরো বিষয়টি উল্লেখ করে বোলপুর ও কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সুবীর সেন। সংগঠনের সদস্যরা জানান এই এলাকায় যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়লেও উল্লেখযোগ্য ভাবে ট্রেনের সংখ্যা বাড়েনি তাই হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে আসা বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেনগুলো যদি নবদ্বীপ এবং কাটোয়া হয়ে আহমদপুর লাভপুর এবং কিন্নাহারে দাঁড়ায় তাহলে সাধারণ যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে ব্যবসাও বাড়বে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সার্কুলার নং ডিএনবিএস (পিডি/সিসি.নং ১১/০২.০১/৯৯-২০০০ তারিখ ১৫.১১.১৯৯৯, ডিএনবিএস (পিডি).সিসি নং ৩৭৬/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৩-১৪ তারিখ ২৬.০৫.২০১৪ এবং ডিএনবিআর (পিডি).সিসি নং ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ০৯.০৭.২০১৫ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুযায়ী অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী রাহুল পাসারি-কে, সাকিন ৪এ। রেনি পার্ক, বালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০০১৯, পেশা ব্যবসা, **মেসার্স রামগোপাল এজেন্সিজ প্রা লি.**, রেজিস্টার্ড অফিস : উনিমার্ক এশিয়ান, ৫২/১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, এক নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হবে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫ এন এস রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
রামগোপাল এজেন্সিজ প্রা লি. এর পক্ষে
সুনীল পাটোদিয়া
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০.০৫.২০২৫ (ডিন : ০০৯০১০৬৯৮)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ইপসা ক্রেডিট প্রাইভেট লি
(CIN: U65921WB1992PTC055357)
(রেজি.অফিস : ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট, সিকিম হাউস, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭১)
ইপসা ক্রেডিট লি এর আরবিআই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হারানো সম্পর্কিত

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **ইপসা ক্রেডিট লিমিটেডের** নামে **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)** কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল **রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট** নং **০৫.০০৭০০, তারিখ ১৭.০৩.১৯৯৮** আমাদের অফিস থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।
যে কোনও ব্যক্তি (গণ) উক্ত সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **৭ দিনের মধ্যে** আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস **৪/১ মিডলটন স্ট্রিট, সিকিম হাউস, ৫মতল, কলকাতা, পব, ৭০০৭১ ভারত** ঠিকানায় বা অনুগ্রহ করে ফোন করুন **৯৩৪১২২৯১৯৬** নম্বরে।
সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও আপত্তি গৃহীত না হলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কলকাতা থেকে বিকল্প সার্টিফিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
ইপসা ক্রেডিট প্রাইভেট লি
স্বা/-
মনোজ কুমার গুপ্তা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৫.২০২৫ (ডিন : ০০৩৩৩১২২)

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব. ভারত
ফোন +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি cs@coolcapsindustries.in, CIN : L27101WB2015PLC208523

অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (**"কোম্পানি"**) এর সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম") বুধবার, ১১ জুন, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টায় (আইএসটি) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, ২৩, শরৎ বোস রোড, অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট ১-সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ইজিএম নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ (**"আইন"**) এর রুল ২০ নিয়মের সাথে পঠিত, সাধারণ সভা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ (**"এসএস-২"**), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ (**"সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস"**) এর রেগুলেশন ৪৪ এবং আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) স্পষ্টীকরণ (গুলি), প্রতিস্থাপন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (**"এমসিএ"**) কর্তৃক জারি করা সাধারণ সার্কুলার, এই বিষয়ে সময়ে সময়ে জারি করা সংযুক্ত সার্কুলার (**"এমসিএ সার্কুলার"**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**"সেবি"**) দ্বারা জারি করা সার্কুলার, অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান সহ, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের মাধ্যমে এখানে উল্লিখিত বিশেষ ব্যবসায়িক আইটেমগুলির জন্য কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। (**"রিমোট ই-ভোটিং" অথবা "ই-ভোটিং"**) প্রক্রিয়া:

আইটেম নম্বর	বিবরণাদি	প্রস্তাবের প্রকৃতি
১.	কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের উপ-বিভাগ/বিভক্তি বিবেচনা এবং অনুমোদন করা	সাধারণ প্রস্তাব
২.	অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করা এবং এর ফলে কোম্পানীর স্মারকলিপির মূলধন ধারায় পরিবর্তন করা	সাধারণ প্রস্তাব
৩.	কোম্পানির রিজার্ভ মূলধনীকরণ এবং বোনাস ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করা	সাধারণ প্রস্তাব
৪.	সিসি-কর্মচারী অনুমোদন, প্রণয়ন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন স্টক অপশন প্ল্যান ২০২৫	বিশেষ প্রস্তাব
৫.	হোল্ডিং, সাবসিডিয়ারি এবং অন্যান্য গ্রুপ কোম্পানির কর্মচারীদের সিসি-কর্মচারী স্টক অপশন প্ল্যান ২০২৫ এর অধীনে কর্মচারী স্টক অপশন অনুমোদন	বিশেষ প্রস্তাব

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫ তারিখে, কোম্পানির ১৬ মে ২০২৫ তারিখের শেয়ারধারী (**"কাট-অফ ডেট"**) সদস্যদের কাছে ইমেলে ই-জিএম নোটিশ এবং তার ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ই-মেইল করেছে, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ **এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)** এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিরা কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি বিবেচনা করবেন।
কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এমইউজিএফ ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্যতার শেষ তারিখ	বুধবার, ৪ জুন ২০২৫
২.	ই-ভোটিংয়ের সময়কাল	শনিবার, ৭ জুন, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে মঙ্গলবার, ১০ জুন, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত শেষ হবে। উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩.	ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া	ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য, সদস্যদের ২০ মে ২০২৫ তারিখের নোটিশের নোটগুলি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪.	ই-ভোটিংয়ের ফলাফল প্রকাশের তারিখ	কোম্পানির ওয়েবসাইট www.coolcapsindustries.in এবং এমইউএফজি লিমিটেড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com তে ভোটিংয়ের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ প্রকাশ করা হবে বৃহস্পতিবার ১২ জুন ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে (আইএসটি), স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও জানানো হবে এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসেও ফলাফল জানা যাবে।
৫.	স্ক্রুটিনাইজারের বিস্তারিত	কুলদীপ বোথরা, স্বত্বাধিকারী -কে বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (এসিএস : ৩৭৪৫২) (সিওপি: ১৫১৫৯) (পিয়ার রিভিউ : ২১১৮/২০২২)
৬.	ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ বা জিজ্ঞাসা বিষয়ে যোগাযোগের বিস্তারিত	**এমইউএফজি লিমিটেড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড,** ইমেল : kolkata@linkintime.co.in যোগাযোগ নং : ০৩৩ ৬৯০৬ ৬২০০, কোম্পানির জন্য : অরিজিৎ ঘোষ, প্রয়োগ অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি, ইমেল : cs@coolcapsindustries.in যোগাযোগ : ৯৯০৩৯২১৩৩৮

সদস্যদের নোটিশ/ডকুমেন্ট/বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে পরিবেশন করার জন্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের/MUFG Intime India Private Limited-এর সাথে তাদের ইমেল আইডি আপডেট রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাদের ইমেল ঠিকানা এবং/অথবা অন্যান্য কেওয়াইসি নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিমেটিরিয়ালাইজড হোল্ডিং	যারা তাদের হোল্ডিং বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-তে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যদি কোনও সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য নোটিশ, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাননি, তাহলে সেই সদস্য তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি থেকে **cs@coolcapsindustries.in** অথবা **kolkata@linkintime.co.in** ঠিকানায় চিঠি লিখে তা পেতে পারেন।

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অরিজিৎ ঘোষ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৫.২০২৫

নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশে তারিখ ১৮/০৯/২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন)
রেজি. অফিস : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১.
(CIN: U15410WB2012PTC177072)

[illegible] https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে ডাক সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	২১.০৫.২০২৫
২.	আগ্রহী ডাকদাতা কতৃক ২৯এ উপযুক্ততা নথি সহ অনলাইন টেন্ডার নথি জমার শেষ তারিখ	২২.০৫.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ১৩.০৬.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ বা অবধানের তারিখ এবং সময় (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)	২২.০৫.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ১৩.০৬.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
৪.	আগ্রহী ডাকদাতা কর্তৃক বায়না জমার তারিখ এবং সময়	০১.০৬.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ১৪.০৬.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
৫.	**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (ব্লক এ : চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় (দায়মুক্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অধীন**	**মঙ্গলবার ১৭.০৬.২০২৫** সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
৬.	ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (ব্লক বি : চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় (যৌথভাবে) রেগুলেশন ৩২(সি) অধীন	**বুধবার ১৮.০৬.২০২৫** সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
৭.	সর্বোচ্চ ডাকদাতার ঘোষণা (ব্লক এ : চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় (দায়মুক্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অধীন	১৭.০৬.২০২৫
৮.	সর্বোচ্চ ডাকদাতার ঘোষণা (ব্লক বি : চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় (যৌথভাবে) রেগুলেশন ৩২(সি) অধীন	১৮.০৬.২০২৫
৯.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। cirp.yummzfoods@gmail.com

ব্লক - এ

ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কর্পোরেট ডেটর") চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) এর সম্পদ বিক্রি হবে ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে, যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।

ব্লক	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ (আইএনআর)
	২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে।				
এ	**ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড**-চালু সংস্থা হিসেবে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে কোনও দায় এবং প্রতিশ্রুতি ব্যতীত। সম্পত্তির অবস্থানের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	মঙ্গলবার ১৭.০৬.২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)	৪,০৫,০০,০০০ (*) টাকা (চার কোটি পাঁচ লাখ টাকা)	৪০,৫০,০০০ টাকা (চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	১০ লাখ টাকা (দশ লাখ টাকা) (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

ব্লক - বি (ব্লক বি নিলাম চালু হবে কেবল ব্লক এ নিলাম ব্যর্থ হলে। ব্লক এ অধীন নিলাম সফল হলে ব্লক বি নিলাম চালু হবে না)।

ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কর্পোরেট ডেটর") (যৌথভাবে) সম্পদের সেট, জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ারসমূহ এবং আর্থিক সম্পদ -সমুদয় ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত সম্পদ বিক্রয় করা হবে।

ব্লক	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ (আইএনআর)
বি	**ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড**-যৌথভাবে সম্পদের সেট "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে	বুধবার ১৮.০৬.২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)	৪,০৫,০০,০০০ (*) টাকা (চার কোটি পাঁচ লাখ টাকা)	৪০,৫০,০০০ টাকা (চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	১০ লাখ টাকা (দশ লাখ টাকা) (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
	জমির অবস্থান গ্রাম এবং পো - খামারশিমুলিয়া কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২১ ৩,৬৬,২৩,৬০৯.০০				
	প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত গ্রাম এবং পো - খামারশিমুলিয়া কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২১ ৩৮,৭৬,৩৯১.০০				
	মোট ৪,০৫,০০,০০০.০০				

(*) কর, লেভি, শুল্ক, কর, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, কিস্তি ইত্যাদি ব্যতীত। কোনও প্রতিশ্রুতি বা দায়বদ্ধতার প্রতিনিধিত্বকরণ গ্রাহ্য হবে না।
জমি এবং ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির নামে সম্পদসমূহ উভয় ব্লকে একই।
ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে :

১. আগ্রহী দরদাতাদের **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com**/ মোবাইল নং **+৯১ ৮২৯১২২০২২০**।
২. **লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী ঋষি মুরারকা, ইমেল cirp.yummzfoods@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৩০৬১৩৪৯৪।**
৩. সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং অঙ্গীকারপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি **https://ibbi.baanknet.com/** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া, যদি থাকে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং উপরোক্ত সম্পদের বিক্রয়ের জন্য যদি কোনও ইজারা স্থানান্তর চার্জ থাকে, তবে তা বহন করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন।
৫. "ব্লক বি" অধীনে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত এবং সক্রিয় করা হবে শুধুমাত্র যদি "ব্লক-এ" এর অধীনে ই-নিলাম ব্যর্থ হয়।
৬. ব্লক বি এর জন্য নিলাম সম্মিলিতভাবে সমস্ত সম্পদের জন্য হবে।
৭. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং **https://ibbi.baanknet.com** এ উপলব্ধ শর্তাবলীর সাথে একমত হতে হবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাকে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
৯. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১০. যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরের ক্রম নং ৮ এর অধীনে উল্লেখিত দরপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের ধারা (১২এ) থেকে ধারা (১২ই) এর অধীনে প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।
১২. সফল দরদাতাকে নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/লিজ ট্রান্সফার চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে।

স্বা/-
সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত
যোগাযোগের মেল আইডি : cirp.yummzfoods@gmail.com
নিবন্ধিত মেল আইডি : sanjeevjhunjhunwala@gmail.com
সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩
তারিখ : ২১.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

কে বি সুইচ গিয়ার প্রা লি.
১১৩, এন এস রোড, ২য়তল, রুম নং -৬, কলকাতা - ৭০০০০১
CIN NO: U74110WB1975PTC030102
ইমেল : kbspl.kolkata@gmail.com
সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি)/সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই, ২০১৫ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আবশ্যক মতে শর্তাধীনে, যদি কিছু থাকে, এবং বা অন্যকোনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবশ্যক মতে, অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১(১) অধীনে শ্রী পীযূষ ধুত (ডিন : ০১২০৭৯৩০) আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত ২১ জুন ২০২৫ থেকে কার্যকর হিসেবে কোম্পানির অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
উক্ত পরিবর্তনের ফলে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির ১১৩, এন এস রোড,২য়তল, রুম নং ৬, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০০১ ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন।

কে বি সুইচ গিয়ার প্রা লি এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রধা ধুত
ডিরেক্টর
তারিখ : ২১/০৫/২০২৫
স্থান : কলকাতা

লালন্দ ব্যাপার প্রা লি.
১১৩ বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, থানা বড়বাজার কলকাতা - ৭০০০০৭
CIN NO: U51109WB1994PTC064864
ইমেল : lvpl.kolkata@gmail.com
সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি)/সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই, ২০১৫ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আবশ্যক মতে শর্তাধীনে, যদি কিছু থাকে, এবং বা অন্যকোনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবশ্যক মতে, অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১(১) অধীনে শ্রী পীযূষ ধুত (ডিন : ০১২০৭৯৩০) আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত ২১ জুন ২০২৫ থেকে কার্যকর হিসেবে কোম্পানির অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
উক্ত পরিবর্তনের ফলে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির ১১৩ বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, থানা বড়বাজার কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭ ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন।

লালন্দ ব্যাপার প্রা লি এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রধা ধুত
ডিরেক্টর
তারিখ : ২১/০৫/২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল, শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, গুজরাট
টেলি: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN No : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল: cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.org

বিষয় : ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করা হবে।
পরিচালক, প্রমোটর, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালক, প্রমোটর, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডোটি ৩১ মার্চ ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। ট্রেডিং উইন্ডোর বন্ধের ঘোষণা ২৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে জমা দেওয়া হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
এস কে ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : আহমদাবাদ
তারিখ : ২০.০৫.২০২৫

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজি. অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন : (০৩৩) ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০১৯০৮২৩
ইমেল : corp@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে), সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট জেনারেল সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত মতে) এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) অনুযায়ী টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডের (কোম্পানি) **২০ মে ২০২৫ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে** উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি **মঙ্গলবার, ২০ মে, ২০২৫** তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং ই-ভোটিং তথ্য প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত আছে **শুক্রবার ১৬ মে, ২০২৫** ("কাট অফ ডেট") অনুযায়ী। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.titagarh.in** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলির প্রাসঙ্গিক বিভাগেও পাওয়া যায়, যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :
১. পরিচালনা পর্ষদ ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানের জন্য এনএসডিএলকে নিযুক্ত করেছে।
২. কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটের অধিকার স্বীকৃত হবে। শুধুমাত্র সেই সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
৩. ই-ভোটিং সময়কাল **বুধবার, ২১ মে, ২০২৫ সকাল ৯.০০ (আইএসটি) শুরু হবে** এবং **বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন, ২০২৫ বিকেল ৫.০০ (আইএসটি)** শেষ হবে, তারপরে এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করা হবে।
৪. এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার ব্যবস্থা করেছে। যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের একই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :
(ক) ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের জন্য : ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে;
(খ) ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের জন্য : ১২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে SEBI/HO/MIRSD/SECFATF/P/CIR/2023/169 তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার নং অনুযায়ী যদি থাকে তাহলে আইএসআর-১ এবং অন্যান্য নির্ধারিত ফর্মে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে।
৫. যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা এটি পাওয়ার জন্য **evoting@nsdl.com** এ পাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
৬. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ করতে পারেন বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল **evoting@nsdl.com**-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
পরিচালনা পর্ষদ, ৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, সুশীল গয়াল অ্যান্ড কোং- শ্রী সুশীল গয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি সার্টিফিকেট প্র্যাকটিস নং ৮২৮৯, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য নিরীক্ষণকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলগুলি **শনিবার, ২১ জুন, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে এটি বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটেও **www.evoting.nsdl.com** আপলোড করা হবে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দীনেশ আর্য
কোম্পানি সেক্রেটারি
এম নং : এফসিএস ৩৬৬৫
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ মে ২০২৫

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: asutosh@asutosh.co.in ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(১.৮৮)	৩.৯১	(২.০১)	৩৮১.০৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(১.৮৮)	৩.৯১	(২.০১)	৩৮১.০৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(০.৮৮)	৪০.৯১	(১৭.৩৬)	৩১২.৫৯	৫২৯.১৫
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)	(০.৮৮)	৪০.৯১	(১৭.৩৬)	৩১২.৫৯	৫২৯.১৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২,০৭৩.৯১	১,৭৬১.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.০৪)	১.৮৩	(০.৭৭)	১৩.৯৫	২৩.৬১

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯ মে, ২০২৫

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫৬৮০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১২.০০	৫৭.০০	৪৮.০০	১৫.০০	১৫.০০	১২.০০	৫৭.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৭.৭০	১৩.৩৬	২.৪৫	২১.২৬	৯.২২	৭.৬৭	১৩.২৭	২.৪৪	২০.৮৮	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৭.৭০	১৩.৩৬	২.৪৫	২১.২৬	৯.২২	৭.৬৭	১৩.২৭	২.৪৪	২০.৮৮	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৬.৪৭	১১.২৯	২.০৯	১৭.৯১	৭.৭৮	৬.৪৪	১১.২০	২.০৮	১৭.৫৩	৭.৪৮
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	৬.৪৭	১১.২৯	২.০৯	১৭.৯১	৭.৭৮	৬.৪৪	১১.২০	২.০৮	১৭.৫৩	৭.৪৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৫১৫.৯৫	৪৯৮.০৪	-	-	-	৫১০.৮৫	৪৯৩.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১৩	০.২৩	০.০৪	০.৩৭	০.১৬	০.১৩	০.২৩	০.০৪	০.৩৬	০.১৫

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে :

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯ মে, ২০২৫

'আন্ডারকভার এজেন্ট'দের খোঁজ পেতে আইএসআই-এর ভরসা ছিল জ্যোতি

গোয়েন্দা সূত্রে দাবি করা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২০ মে: ভারতের 'আন্ডারকভার এজেন্ট' কারা তার হদিশ পেতে হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে 'চর' হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। সূত্র মারফত এমনই দাবি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সূত্রের খবর, জ্যোতির হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনও হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, আলি হাসান নামে আইএসআই 'হ্যান্ডলার'-এর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথোপকথন চলত জ্যোতির। সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁদের মধ্যে কথা হত। কখনও 'প্রোটোকল', কখনও 'আন্ডারকভার এজেন্ট'; এই ধরনের সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বলে ওই সূত্রের দাবি। এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু সাঙ্কেতিক শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। সেই শব্দগুলি কী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে।

সূত্রের খবর, আইএসআই 'হ্যান্ডলার' আলি হাসানের সঙ্গে কয়েকটি কথোপকথন উদ্ধার হয়েছে। সেই কথোপকথনেই সাঙ্কেতিক শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। জ্যোতি জেনে বুঝেই ভারতের গোয়েন্দাদের বিষয়ে তথ্য দিয়েছিলেন আইএসআইকে? না কি তাঁকে চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে এই ধরনের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল? তদন্তকারীরা এখন এটাই জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। ইউটিউবার জ্যোতিকে জেরা করছে হরিয়ানা পুলিশ, গোয়েন্দা এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মেয়াদ বাড়ল আইবি প্রধানের কার্যকালের

নয়াদিল্লি, ২০ মে: অপারেশন সিঁদুরের আবহে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি-র ডিরেক্টর তপনকুমার ডেকার কার্যকালের মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র। ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস ডেকার আগামী ৩০ জুন অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রক কার্যকালের মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ডেকার কার্যকাল বাড়াল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

মঙ্গলবার একটি নির্দেশিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, আইবি প্রধানের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হল ৩০ জুন, ২০২৬ অবধি। হিমাচল ক্যাডারের আইপিএস ডেকা ২০২২ সালের ১ জুলাই আইবির প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'সন্ত্রাস দমন বিশেষজ্ঞ' হিসাবে পরিচিত এই অফিসারের নেতৃত্বেই গত দু'বছরে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এবং সিপিআই (মাওবাদী) নেটওয়ার্ক অনেকাংশে ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও হামলার পর অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারতীয় সেনা। সংঘর্ষে জড়ায় ভারত ও পাকিস্তান। আপাতত সংঘর্ষবিরতি চললেও উত্তেজনা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি। জম্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অভিযানে নিকেশ করা হচ্ছে জঙ্গিদের। অন্যদিকে, ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদ মুক্ত করার বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই দক্ষযজ্ঞও অব্যাহত কারেগুট্টা পাহাড়ে। এই আবহে ডেকার কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রাম

সিডনি, ২০ মে: অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে স্মার্ট সিস্টেমস সিম্পোজিয়ামে আইইএম-ইউইএম-এর শিক্ষার্থীরা কারিগরি কর্মশালা,আলোচনা, নেটওয়ার্কিং সেশনে অংশগ্রহণ করে। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের এআই এবং এমএল অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে মূল্যবান মতবাদ প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ এবং উদ্ভাবনের উপর বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস-এর ক্যাম্পাস পরিদর্শন এবং সিডনির বহুসংস্কৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেন। একজন শিক্ষার্থী উল্লেখ করেন, 'গবেষক এবং শিল্প নেতৃত্বদের সাথে দেখা করা অবিশ্বাস্য ছিল।' ডঃ সমাপিকা দাস বিশ্বাস ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার প্রোগ্রামের ওপর জোর দেন। শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার গবেষণার সুযোগের জন্য প্রস্তুত করতে এই অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়ে ইনস্টিটিউট তার প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকে।

তরুণ প্রজন্মের খোঁজে ১৩ বছর পর ছাত্র সংগঠন খুলল আপ

নয়াদিল্লি, ২০ মে: দুর্নীতিতে বিদ্ধ দলের পুরনো নেতারা। তার উপর বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি। তাই নজরে এবার তরুণ প্রজন্ম। সেই মন্ত্রেই ১৩ বছর পর নিজেদের ছাত্র সংগঠন খুলল আপ। মঙ্গলবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত ধরে প্রকাশ্যে এল আপের ছাত্র সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টস ফর অলটারনেটিভ পলিটিক্স (এএসএপি)। লক্ষ্য একটাই দেশের তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা।

এ প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেন, 'পর্যাপ্ত খাদ্য, উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং শিক্ষা , বর্তমানে এই তিনটিরই অভাব আমাদের দেশে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা এগুলি থেকে এখনও বঞ্চিত। কিন্তু আপের বিকল্প রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হল ধনী এবং গরিব উভয়কেই এক শ্রেণিতে রাখা।' এরপরই তিনি কংগ্রেস এবং বিজেপি নিশানা করে বলেন, 'আমরা বিকল্প রাজনীতির কথা বলি কিন্তু এই দুটি দল মূল ধারার রাজনীতি করে।' কেজরিওয়ালের প্রশ্ন, 'মূল ধারার রাজনীতি থেকে আমরা কী পেয়েছি?' তাঁর সংযোজন, 'বিজেপির মূল ধারার রাজনীতি দিল্লিকে অন্ধকার করে দিয়েছে। এখন শহরে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ থাকে না। বেসরকারি স্কুলগুলির ফি আকাশ ছোঁয়া। সরকারি স্কুলগুলির মান তলানিতে এসে ঠেকেছে। দিল্লিবাসী আজ গভীর সঙ্কটে।'

প্রসঙ্গত, এবার বিধানসভা নির্বাচনে কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার মতো আপ হেভিওয়েটরা পরাজিত হন। ৭০ আসনের বিধানসভায় মাত্র ২২টিতে জেতে ঝাড়ু শিবির। বাকিগুলি যায় বিজেপির দখলে। ভোটের পরই কেজরিওয়াল জানান, অন্যান্য দলের মূলধারার রাজনীতির তুলনায় আমাদের বিকল্প রাজনীতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করব। সেই লক্ষ্যেই এবার নিজেদের ছাত্র সংগঠন খুলল আপ।

ইজরায়েল ওপর সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি ট্রাম্পের

গাজা, ২০ মে: গাজা উপত্যকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যে সেখানে অভিযান জোরদার করেছে ইজরায়েল। দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে ওই অভিযানের জেরে আমেরিকা সহ ঘনিষ্ঠ মিত্ররা ইজরায়েলের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে ব্যর্থ হলে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই সতর্কবার্তা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে দেওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ট্রাম্পের প্রতিনিধিরা ইজরায়েলকে জানিয়েছেন, যদি তারা গাজা যুদ্ধ শেষ না করে, তা হলে আমেরিকা দেশটিকে পরিত্যাগ করবে।

ওই সূত্র বলেছে, ট্রাম্পের লোকজন ইজরায়েলকে জানিয়ে দিয়েছে, 'যদি আপনারা এই যুদ্ধ শেষ না করেন, তা হলে আমরা আপনাদের পাশে থাকব না।' হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটও বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও গাজা যুদ্ধের অবসান চান।' গত সপ্তাহে ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত মার্কিন সেনা এডান আলেকজান্ডারকে মুক্তি দেওয়ার পর এ কথা বলেছিলেন প্রেস সচিব লেভিট।

গত সপ্তাহে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য সফরে গিয়েছিলেন। এবারের সফরে তিনি সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ আরব দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় বহু মানুষ অনাহারে রয়েছেন। পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে এডান আলেকজান্ডারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা-হামাস সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে এডানের মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ওই আলোচনায় ইজরায়েলকে রাখা হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় বহু মানুষ অনাহারে রয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'লোকজন অনাহারে ধুঁকছে। সেখানে ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছে।'

৩৫ দিনে দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার এক থেকে অন্য প্রান্তে

ক্যানবেরা, ২০ মে: আমেরিকার দৌড়বিদ উইলিয়াম গুডজ মাত্র ৩৫ দিন দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

উইলিয়ামের বয়স ৩১ বছর। ১৫ এপ্রিল তিনি পার্থের কোটসলো সৈকত থেকে দৌড় শুরু করেন। সোমবার বিকেলে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বন্ডি সৈকতে পৌঁছে তিনি তাঁর দৌড় শেষ করেন। এই ৩৫ দিনে তিনি ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটার পথ দৌড়েছেন। উইলিয়ামের দল বলেছে, তিনি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দৌড়তেন, যা প্রায় দু'টি পুরো ম্যারাথন ও একটি হাফ ম্যারাথনের সমান।

উইলিয়াম ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডশায়ারের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে ক্যানসারে মা আমান্ডার মৃত্যুর পর ম্যারাথন দৌড়নো শুরু করেন তিনি। লন্ডন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ম্যারাথন দৌড়ে তিনি তহবিল সংগ্রহ করেন। ক্যানসার নিয়ে কাজ করে এমন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ওই অর্থ দান করেন তিনি। উইলিয়াম দাবি করেছেন, এবার ৩৫ দিনে আড়াআড়ি ভাবে অস্ট্রেলিয়ার এক মাথা থেকে অন্য মাথা দৌড়ে তিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। অবশ্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ এখনও তাঁর দাবি যাচাই-বাছাই করে তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বর্তমানে এই রেকর্ডের মালিক ক্রিস টার্নবুল। তিনি ২০২৩ সালে ৩৯ দিনের কিছু বেশি সময়ে আড়াআড়ি ভাবে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়েছিলেন। এর আগের বছর অস্ট্রেলিয়ার ইলেকট্রিসিয়ান নেড ব্রকম্যান একই পথ ৪৭ দিনে দৌড়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি দাতব্য কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে দৌড়েছিলেন এবং বড় অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

নিজের দৌড় শেষ করার ২৪ ঘণ্টা পর উইলিয়াম বলেন, 'আমি এখন পর্যন্ত যা কিছু করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল এটা।' এই দৌড়ের সময় পথে উইলিয়ামকে ধুলোঝড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছে, তাঁর

পায়ের আঙুলের বেশ কয়েকটি নখ উপড়ে গিয়েছে, কয়েকবার আহতও হয়েছেন। তাঁর পায়ের পাতার চামড়া ও কোষে ক্ষয় ও সংক্রমণ হয়েছিল, হাড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়েছিল। এসব কারণে দৃষ্টিবিভ্রমেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

উইলিয়াম বলেন, বিশেষ করে প্রথম ৯ দিন ছিল খুবই কঠিন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু ছিল দারুণ চ্যালেঞ্জিং। তবে শেষ পর্যন্ত দৌড় শেষ করতে পারার কারণে নিজেকে তাঁর আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ একজন মানুষ মনে হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন লন্ডনের এই নাগরিক। উইলিয়াম বলেন, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে পূর্ব, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল নাল্লাবর মরুভূমি তাঁর জন্য খুবই কঠিন ও কঠোর ছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, দৌড় শেষ হওয়ার পর উইলিয়াম বলেছেন, তিনি এখন 'বেশ স্বস্তি' অনুভব করছেন।

ফিনিশ লাইন অতিক্রম করার ঠিক পরেই এই দৌড়বিদ তাঁর প্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে একটি ফুলের তোড়া রেখে আসেন বিখ্যাত বন্ডি সমুদ্র উপকূলে। মায়ের কথা বলতে গিয়ে গার্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়াকে উইলিয়াম বলেন, 'তিনি ছিলেন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তিনি আমার সবকিছুর জন্য গর্বিত হতেন, আবার চিন্তিতও থাকতেন।' এই দৌড়বিদ বলেন, তাঁর মা যে সাহসিকতার সঙ্গে ক্যানসারের সঙ্গে লড়েছিলেন, সেই স্মৃতি ছিল তাঁর দৌড়ের পথে এক অনুপ্রেরণা, যা তাঁকে নিজের কষ্টকে ছাপিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

সিডনি হেরাল্ডকে উইলিয়াম বলেন, 'সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমি পেছনে ফিরে তাকাই। ভাবি তিনি কেমন ছিলেন, কী ভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন, কীভাবে আমাকে সব সময় সমর্থন করেছেন।' লন্ডনের এই তরুণ বলেন, 'আমার প্রায়ই মনে হয়, তিনি এখনো আমার সঙ্গে আছেন।' টানা দৌড়ের সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব বিখ্যাত প্রাণীই দেখেছেন উইলিয়াম, যদিও বেশির ভাগই মৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। দেশটির অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনুভব করেছেন তিনি।

উইলিয়ামের গতি ও হৃৎস্পন্দনের তথ্য নিয়ে অবশ্য কিছু দৌড়বিদ প্রশ্ন তুলেছেন, এগুলোর নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ করছেন। তবে উইলিয়ামের এজেন্ট গত সপ্তাহে বলেন, তিনি তাঁর রেকর্ডের সত্যতা বজায় রাখছেন, তিনি প্রতিটি ধাপ নিজেই হাঁটছেন। উইলিয়াম আরও দাবি করেন, তিনি আমেরিকর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ে পার হয়ে লন্ডনের পুরুষ হিসেবে রেকর্ড গড়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছতে তাঁর সময় লেগেছিল ৫৫ দিন।

TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Pipulbaria Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 03/5th S.F.C/PGP/2025-26.** Last date of submission **28.05.2025 up to 4p.m.** For details contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat.

TENDER
Sealed tenders are invited by the Prodhan, **Rahamatpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT No- RGP/146/5th SFC(1)/2025-26**, Last date of application **26.05.2025 up to 3p.m** . For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-11 of 2025-2026 Dated 19.05.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-011/25-26
Exe. Engr. (Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_848953_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

WBCADC TAMLUK PROJECT
NIT No. 02/2025-26, DT. 19/05/2025
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. For the Supply 10 nos lactating Cow at Irrinchi farm under WBCADC, Tamluk Project. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 21/05/2025. Tender ID: **2025_PRD_848726_1**. Bid submission end date for the following works 30/05/2025 at 17:30 hrs. Estimated Cost Rs. 4,90,000.00
SD/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Mob No: 9732597683, 9434667766

কামতাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম : কামতাই, পোষ্ট- মেঘসার, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী
রেজিস্ট্রেশন নং- ৮৩ এইচ জি, ১৫/০৫/১৯৬১
প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা কামতাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (২০০৬) ও নিয়মাবলী (২০১১) অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আয়োগের বিধি, ২০১২ মোতাবেক সমিতির পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন আগামী **২২ জুন, ২০২৫, রবিবার, বেলা ১২ টা থেকে ৩-৩০ পর্য্যন্ত কামতাই প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। ৯ ও ১০ জুন, ২০২৫ মনোনয়নপত্র পেশ এবং ১২ জুন, ২০২৫ মনোনয়ন পরীক্ষা হবে। ১৩ জুন, ২০২৫ বেলা ৩ টে পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা যাবে।** প্রত্যাহার শেষে ওই দিনই চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে।
এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা, সংরক্ষন ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতির জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
স্বা/- প্রবীর পান্ডে, স্বা/-সন্দীপ সেন
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
তারিখ - ২১-০৫-২০২৫ **কামতাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ১৮.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টেয় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে টেলিকম সাব-সিস্টেমের জন্য ইউপিএস পাওয়ার সাপ্লাই এবং কেবল ট্রের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৩,২৭,০২,৩১২.৬৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৮,১৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক/০৯-২০২৫-আর১ তারিখঃ ১৯.০৫.২০২৫
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ধামাসিন ও মূলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রামঃ ধামাসিন, পোস্টঃ ইটাচুনা, জেলাঃ হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা: 06HG তারিখ: 12.04.1961
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা ধামাসিন ও মুলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি **২৮/০৬/২০২৫ (শনিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩ টাপর্যন্ত** ধামাসিন ও মুলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে **পরিচালক মণ্ডলীর ৯(নয়) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি /তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)**নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
১. আলোচ্যসূচি :পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ১৯/০৫/২০২৫ **স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী**
স্থান : ধামাসিন **সমবায় পরিদর্শক**

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
১. নির্বাচন ক্ষেত্র, পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর ৯টি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	(ইতিপূর্বে প্রকাশিত) ০৬/০৯/২০২৪	সমিতির কার্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান		এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
২	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৬/০৬/২০২৫ ১৭/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৯/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৯/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২০/০৬/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২০/০৬/২০২৫ বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	২০/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৭	প্রার্থীদের প্রতীক বিতরণ (যদি প্রয়োজন হয়)	২০/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৮	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৮/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৯	ভোট গণনা	২৮/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
১০	ভোটের ফল প্রকাশ	২৮/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮.ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটপত্রে প্রার্থীর নাম বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরাজি বর্ণমালার বর্ণক্রমে (এ থেকে জেড) সাজান থাকবে
৯. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বা/- শ্রী প্রবীর পান্ডে, স্বা/- শ্রী সমীর মুখার্জ্জী
তারিখ : ১৯/০৫/২০২৫ **এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,**
স্থান: ধামাসিন **ধামাসিন ও মুলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIET No: 01/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 2 nos civil & Electric work. Bid Submission start-**20th May 2025**, Ends-**3rd June 2025**. For more details Please visit **www.wbtenders.gov.in** Or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Murutia Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Baliadanga, Nadia. **NIET NO- 01/5th SFC/2025-26**, Last date of submission **28.05.2025.** **visit www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat.

Office of The Khairamari Gram Panchayat
Jalangi * Murshidabad
ENIT No. 01/KHGP/15Th CFC/2025-26 SL NO 1 TO 14, Memo No: 121/KHGP Dated: 14/05/2024, Application Starting Date- **19/05/2025**, Last Date of Dropping - **10/06/2025 till 15.00 PM**, Date of Opening Technical Bid -**11/07/2025 TIME 15 P.M**, Probable Date of Opening Financial Bid- **16/06/2025 time 15.00 P.M**. For Details See- **www.wbtenders.gov.in**
Please take necessary Action.
Sd/- Prodhan
Khairamari Grampanchayat

Notice Inviting e-Tender
Fund : 5th SFC
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 No. development work vide **Memo No. S Bali-1/63/2025-26 (Sl. No. 1) dated 05.05.2025. Bid submission start date 07.05.2025. Bid submission end date 28.05.2025 upto 2:00 P.M. Bid opening date 28.05.2025.**
For details visit: www.wbtenders.gov.in and undersigned.
Sd/-
Pradhan
Shikharbali-I Gram Panchayat
Baruipur, South 24 Pgs.

Notice e-Tender
The Prodhan Malibari-II Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT Nos.:
i) 02/15th FC (Untied)/2025-26
ii) 03/15th FC (Tied) / 2025-26,
Both dated- 16.05.2025 Last date of Bid submission **04.06.2025 upto 12:00 Hours** and **05.06.2025 upto 12.00 Hours** respectively. For more details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan, **Malibari-II G.P.**
Raninagar-II BLOCK, Murshidabad

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
An e- Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide no.
1. NIT No. 265/PWD(BMC), Dated: 20.05.2025 & E-Tender ID: 2025_MAD_849246_1
Last date of Bid submission: 11.06.2025
2. NIT No. 266/PWD(BMC), Dated: 20.05.2025 & E-Tender ID: 2025_MAD_849386_1 to 7
Last date of Bid submission: 28.05.2025
details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation.
Please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

NOTICE INVITING PRE- QUALIFICATION - CUM - TENDER
E-bid is hereby invited on the behalf of the prodhan, Kumra (GP) 8 (Eight) nos. of civil works NIT No.: **WBNPG02/ KGP-0048/2025-26, Dated: 20.05.2025. Total Amount- 5384348.00/-**. Details contact P&RD website: **http://wbtenders.gov.in** Notice from: Prodhan, Kumra G.P.
Sd/-
Prodhan, Kumra G.P
P.O.-Kumra Kashipur,
North 24 Parganas

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 19/WS/ Eng/25 Dt. 20-05-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

E-TENDER NOTICE
E-tender invited vide **NIT No. 01/SGP/15CFC-UT/2025-26** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **27/05/2025 up to 5:00pm**. Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

NOTICE INVITING TENDEER
The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/01/2025-26 (Fund -15th CFC Tied) & NIT No.- DH-II/02/2025-26 (Fund -15th CFC Tied) & NIT No.- DH-II/03/2025-26 (Fund - 15th CFC Un-tied).** Publishing Date: **20/05/2025** & Bid submission Start Date: **20/05/2025** for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on **27/05/2025.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**
Sd/- Prodhan
Dharmapur-II G.P.,
Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender-1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-05/2025-26, Sl. 1-2 & WB/ HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-06/ 2025-26, Sl. 1, Date-20.05.2025. Bid Submission Start Date : **21.05.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **28.05.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **30.05.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
কোটেশন বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএম/সিএফ / ইউটিএস/মেন্টেন্যান্স-কোটেশন/২৫, তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, ৫ম তল, হাওড়া - ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিল করা কোটেশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** তিন (০৩) মাস সময়সীমার জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে টিকেটিংয়ের উদ্দেশ্যে স্টেশনে এবং লোকেশনে বুকিং, রিজার্ভেশন অফিসগুলিতে ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইক্যুইপমেন্টের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি কাজ। সামগ্রী ও কাজের বিস্তারিত শিডিউল অ্যানেক্সার-এ, বি, এবং সি-তে আছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য **www.er.indianrailways.gov.in** দেখুন) এবং যোগাযোগের অফিস - ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া (রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, ৫ম তল)। **কাজের মোট ব্যয়ঃ** ৩,৯২,৯৪৮ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ৭,৯০০ টাকা। **সিল করা কোটেশন জমা করার জন্য শেষ তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিন। ওয়েবসাইট ঠিকানা, সময় এবং তারিখ যখন কোটেশন ফর্ম ও নথিপত্র পাওয়া যাবে **www.er. indianrailways.gov.in**-তে **২১.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে।** HWH-94/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **১. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০২ তারিখ ১৯.০৫.২০২৫।** সাঁতরাগাছি ঃ পিট-এর সম্প্রসারণ সহ ০২টি লাইনের সম্প্রসারণ এবং সাঁতরাগাছি কোচিং ইয়ার্ড-এর রিসেপশন ইয়ার্ডে এলএইচবি রেক সমূহের পরীক্ষার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা। (সাঁতরাগাছি রিসেপশন ইয়ার্ডে সিএটি কাজ সহ ০৪টি স্টেবলিং লাইন এবং ০৩টি পিট লাইন)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৭,২১,০১৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৪,৪০০ টাকা। **২. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু- ২০২৫-২৬-০৩ তারিখ ১৯.০৫.২০২৫।** মেচেদা ঃ ইওআই দ্বারা পিআই/এমসিএ (ওএইচই এবং পিএসআই অংশ)-এর অংশের কমন লুপে প্রতিস্থাপন সহ আপ মেন, মিডল লাইন, আপ লুপ (লাইন নং ৬) এবং কমন লুপ (লাইন নং ৯)-এর বৃদ্ধি এবং ডাউন লুপ লাইন নং-১-এর রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫৮,০৫,৪১৭.৭০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১০.০৬.২০২৫। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১০.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-175)**

ইডেন থেকে ফাইনাল সরল আমেদাবাদে

আফশোস নয়, ভোটের অঙ্ক দেখছে সিএবি

মেঘনাদ

আইপিএল ফাইনাল হাতছাড়া। ফসকে গেল প্লে-অফও। ৩ জুন বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়, এই ছুতোয় ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আমেদাবাদে। মুম্বইয়ে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় ইডেনের জন্য জোরালো সওয়াল করেছিলেন অভিষেক ডালমিয়া। জগমোহন ডালমিয়ার সুযোগ্য পুত্র লন্ডন থেকে কলকাতার টিকিট বাতিল করে আগেভাগে পৌঁছেও গিয়েছিলেন বাণিজ্য নগরীতে। অভিষেকের মরিয়া চেষ্টাতেও শেষ রক্ষা হল না! গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় যুক্তি হিসেবে ফাইনালে রিজার্ভ ডে-র কথা উল্লেখ করেন অভিষেক। বলেন, চৌঠা জুন বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই কলকাতায়। ৩ জুন ম্যাচ বিঘ্নিত হলে পরদিন করা যেতেই পারে! ইডেনের অত্যাধুনিক জল নিষ্কাশন প্রণালীর কথাও উল্লেখ করেন অভিষেক ডালমিয়া। কিন্তু ব্রডকাস্ট সংস্থা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি না হওয়ায় ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমেদাবাদে। একইসঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হল ইডেনের হাতে থাকা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারও। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হায়দরাবাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবের মুল্লানপুরে।

আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়ায় বিষণ্ণ ইডেন। *ছবি: অদিতি সাহা*

আইপিএল ফাইনাল কলকাতা থেকে সরে যাওয়ার ইস্যুতে দুই দিন আগেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, কলকাতা থেকে ম্যাচ সরানো অত সহজ নয়! তবে কি সৌরভের এই মন্তব্যই ব্যুমেরাং হয়ে গেল কলকাতার জন্য? বর্তমান বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে সিএবির সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। সেপ্টেম্বরে সিএবিতে নির্বাচন! আইপিএলের শেষবেলায় যুযুধান সব পক্ষেই ভোট যুদ্ধে নামার তোড়জোড়। ইডেনের আইপিএল ফাইনাল সব পক্ষের কাছেই মোহরা। ইডেন থেকে আমেদাবাদে ফাইনাল সরানোর সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে ভোটের পালে হাওয়া দিতে মরিয়া ময়দানেরই একটা মহল। ইডেনে ফাইনাল রাখতে চিঠি-চাপাটি একটা করা হয়েছিল বটে! তবে আমেদাবাদে ম্যাচ সরে যেতে পারে জেনেও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা মোটেই সদর্থক ছিল না! সচিব নরেশ ওঝা আয়ারাম গয়ারাম! না হোমে লাগেন, না যজ্ঞে! সেপ্টেম্বরের ভোট যুদ্ধে সচিবের চেয়ারকে পাখির চোখ করে প্যাঁচ করছেন দাসবাবু। সচিবের চেয়ার নিষ্কণ্টক করতে সৌরভকে সঙ্গী করে আজ বীরভূম, কাল উত্তরবঙ্গ সফরের দাসদার যতটা উৎসাহ, যতটা হিড়িক, তার এক শতাংশ যদি সিএবি কর্তারা আইপিএল ফাইনাল ইডেনে ধরে রাখতে উদ্যোগ দেখাতেন, তাহলে শেষবেলায় কলকাতার হাতে শুধু পেনসিল থাকত না!

স্বার্থের অঙ্কে মশগুল থেকেই আইপিএল ফাইনাল বিসর্জন সিএবি-র। বাংলা থেকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। ফাইনাল সরে গেলে দায় তো তাঁর! এই ভাবনাতেই ফাইনাল ধরে রাখার ক্ষেত্রে তৎপরতা উদ্যোগ কোনওটাই সেভাবে দেখা যায়নি সিএবি কর্তাদের। যেটুকু হয়েছে সবটাই আইওয়াশ! সবটাই শো অফ!

নিজের নাম স্ট্যান্ড উদ্বোধন হওয়ার পরে হোম গ্রাউন্ড ওয়াংখেড়েতে ম্যাচের প্রস্তুতিতে রোহিত শর্মা।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারালেই আইপিএলের প্লে-অফে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের প্লে-অফে চতুর্থ দল হিসেবে কারা প্লে-অফে যাবে তা নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে আজ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালস। মুম্বই ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে। দিল্লি আছে পাঁচে, তাদের ঝুলিতে ১২ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট। হার্দিক পাণ্ডিয়ারা যদি জেতেন তাহলে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে মুম্বই যদি হারে এবং দিল্লি যদি জেতে তাহলেও অক্ষর প্যাটেলরা শেষ করবেন ১৬ পয়েন্ট নিয়ে। আবার দিল্লি যদি আজ জেতে এবং শেষ ম্যাচে হারে সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচ জিতলেই প্লে-অফে চলে যাবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। দুই দলের শেষ পাঁচটি সাক্ষাতে ৪ বার জিতেছে মুম্বই। চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে গত ১৩ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ১২ রানে হারিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালসকে।

নোটবুক সেলিব্রেশন! এক ম্যাচ নির্বাসিত দিগ্বেশ, সঙ্গে জরিমানাও

আইপিএলের একটি ম্যাচে নির্বাসিত দিগ্বেশ রাঠী, সঙ্গে জরিমানা। *ছবি: আইপিএল*

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রচারের আলোয় থাকতে চাওয়ার বড় মাশুল দিলেন দিগ্বেশ রাঠী। চলতি আইপিএলে তৃতীয়বার লেভেল ওয়ান আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি এক ম্যাচ সাসপেন্ড হতে হলো লখনউ সুপার জায়ান্টস স্পিনারকে। ২২ মে গুজরাত টাইটান্স ম্যাচে দলের সর্বাধিক উইকেটশিকারীকে পাবে না ইতিমধ্যেই বিদায় নেওয়া লখনউ। সোমবার অষ্টম ওভারে অভিষেক শর্মাকে আউট করে নোটবুক সেলিব্রেশনে মাতেন দিগ্বেশ। অভিষেকও তাঁর সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়ান। ফলে আগের তিনের সঙ্গে আরও ২ ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয় দিগ্বেশের নামের পাশে। তাঁর ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। সঙ্গে এক ম্যাচের সাসপেনশন। অভিষেকের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। এবারের আইপিএলে প্রথমবার আচরণবিধি লঙ্ঘন করায়।

বাংলার ক্রিকেটের সাপ্লাই লাইনে জোর দিতে বৈঠকে সিএবি

বাংলার ক্রিকেটের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে প্রাক্তন ক্রিকেটার, কোচ ও নির্বাচকদের নিয়ে বৈঠকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটের সাপ্লাই লাইনে জোর দিতে বিশেষ বৈঠক সারল সিএবি। মঙ্গলবারের বৈঠকটি হয় সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। বৈঠকে ছিলেন অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৯ দলের কোচেরা। ছিলেন ভিশন ২০২৮-এর কোচেরা। ট্যালেন্ট হান্ট কমিটি, জুনিয়র নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরাও বৈঠকে যোগ দেন। মনোজ তিওয়ারি, অশোক দিন্দা, অজয় ভার্মা, দত্তাত্রেয় মুখোপাধ্যায়, সৌরাশিস লাহিড়ি, সঞ্জীব সান্যাল, অরিন্দম দাস, সৌরভ সরকার, অশোক মালহোত্রা, ইন্দুভূষণ রায়রা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। বয়সভিত্তিক দলগুলির মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় বাড়ানোয় জোর দেওয়া হয়। স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি সাইকোলজিক্যাল ও ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। প্রতিভা চিহ্নিত করে তাঁদের অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে চাইছে সিএবি।

নিউ টাউনে জোরকদমে অনুশীলন সারছে মানোলো মার্কেজের প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় ফুটবল দল। মঙ্গলবার সুনীল ছেত্রীর কাছে কচিকাঁচারা অনুরোধ করে বিরাট কোহলিকে ভিডিও কল করার জন্য। তাদের বিশ্বাস সুনীলের ফোন ধরবেন কোহলি।

জেসি মুখার্জি টি২০-র ফাইনালে মোহনবাগান বনাম কালীঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেসি মুখার্জি ট্রফির ফাইনালে শুক্রবার মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও কালীঘাট। এই টি২০ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মোহনবাগান ৬ উইকেটে হারাল ভবানীপুর ক্লাবকে। ভবানীপুর ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান তুলেছিল। শাকির হাবিব গান্ধী করেন ৪৬ বলে ৫৬। অনুরাগ তিওয়ারি তিনটি উইকেট নেন। জবাবে মোহনবাগান ১৮.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান তুলে ফেলে। রণজ্যোৎ সিং খাইরা ৩১ বলে সর্বাধিক ৬৬ করেন। ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন শুভঙ্কর বল। ১৬ বলে ২৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন সুদীপ কুমার ঘরামি।

ফের ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন বেবি বস বৈভব সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈভবের অর্ধশতরান, রাজস্থানের কাছে হেরে তলানিতেই ধোনির চেন্নাই আইপিএলের নিয়মরক্ষার ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারাল রাজস্থান রয়্যালস। ১৭ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের হারালেন সঞ্জু স্যামসনরা। গতকাল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর ৭.৪ ওভারে ৭৮ রানে চেন্নাই সুপার কিংসের অর্ধেক ব্যাটিং লাইন আপ সাজঘরে চলে যায়। সেখান থেকে ২০ ওভারে সিএসকে ৮ উইকেটে ১৮৭ রান তোলে। আয়ুষ মাত্রে ২০ বলে ৪৩, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২৫ বলে ৪২, শিবম দুবে ৩২ বলে ৩৯ রান করেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি করেন ১৭ বলে ১৬। ডেভন কনওয়ে ১০, উর্বিল প্যাটেল ০, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ১৩, রবীন্দ্র জাদেজা ১ রানে আউট হন। অংশুল কম্বোজ ৫ ও নূর আহমেদ ২ রানে অপরাজিত থাকেন। যুধবীর সিং ৪ ওভারে ৪৭ ও আকাশ মাধওয়াল ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে তিনটি করে উইকেট নেন। তুষার দেশপাণ্ডে ও ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা ১টি করে উইকেট নেন। জবাবে ১৭.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় রাজস্থান রয়্যালস। চারটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে বৈভব সূর্যবংশী ৩৩ বলে ৫৭ রান করে। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ৩১ বলে ৪১, যশস্বী জয়সওয়াল ১৯ বলে ৩৬ রান করেন। ধ্রুব জুরেল ১২ বলে ৩১ ও শিমরন হেটমায়ার ৫ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকেন। অশ্বিন দুটি, কম্বোজ ও নূর ১টি করে উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা মাধওয়াল। রাজস্থান ১৪

ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে নয় নম্বরে থেকে অভিযান শেষ করল। চেন্নাইয়ের ১৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট।

আই লিগ-২ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবার এফসির সচিব ও প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্যের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হল বেলেঘাটা মেম্বার ও সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। বেলেঘাটার মোহনবাগান সমর্থকদের পক্ষ থেকে সৌভিক ব্যানার্জী ও রিমো সানাই তার হাতে স্মারক তুলে দেন। মানস ভট্টাচার্যের কথায়, এই স্মারক অত্যন্ত গর্বের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার এফসিকে আগামীতে উন্নততর জায়গায় পৌঁছনোর লক্ষ্যে মোহনবাগান সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া স্মারক আরও উদ্বুদ্ধ করবে।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের প্লেয়ার ড্রাফটে উপস্থিত রাঢ় টাইগার্সের সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। এবারের টুর্নামেন্টে নিজের দলের জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**